ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 August, 2024 ■ আগরতলা ১৭ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৩২ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায়

’৪৭ সালের মধ্যে দেশ এক উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে, প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট ।। ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আজকের ভাষণে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলধারাগুলির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি দেশ গঠনে জাতীয় সংকল্পের কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ”দেশই প্রথম” - এই সংকল্পের কথা ঘোষণা করে জানান যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভারত যে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছে একথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ভারত সম্পর্কে বিশ্ববাসীর চিন্তা-ভাবনা ও ধারণার এখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

দেশের ১৪০ কোটি নাগরিককে তাঁর পরিবারের সদস্য বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সকলকে সঙ্গে নিয়ে ধাপে ধাপে স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে তিনি একান্ত বিশ্বাসী। প্রতিটি সমস্যার মোকাবিলায় ভারত যে সাফল্য অর্জন করে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে এক উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় আস্থা ও

বিশ্বাসের কথাও এদিন ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের জীবনযাপন ও জীবন ধারণ শুধুমাত্র দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই। তাই, প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার প্রস্ফুটিত হবে বিকশিত ভারত গঠনের মধ্য দিয়ে।

শ্রী মোদী বলেন, গণতন্ত্রের ওপর আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস এবং দেশাত্ববোধ বিশ্ববাসীকেও অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টার পথ উন্নয়নের এক মডেল হয়ে উঠতে চলেছে। সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে বিচার করলে ভারতে এখন সোনালী যুগ উপস্থিত। তাই, এই সুযোগকে কোনভাবেই আমরা হারিয়ে যেতে দেবো না। কারণ, জাতির আশা-আকাঙ্খা রূপায়ণে সোনার ভারত আমাদের গড়ে তুলতে হবেই।

ভারতের উন্নয়নে প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে এক নতুন ও আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আধুনিকীকরণ ও উদ্ভাবন। এজন্য আমাদের প্রযুক্তির আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

কারণ আমাদের লক্ষ্য হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করা। এজন্য তিনটি বিষয়ের ওপর আমাদের বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে - প্রতিটি ক্ষেত্রের উপযোগী নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি, পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তোলা এবং নাগরিকদের প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা দানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

শ্রী মোদী বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা আমাদের এক গভীর উদ্বেগের বিষয় হলেও আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মোকাবিলা করবো। কারণ আমাদের লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি মানুষকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা চিকিৎসক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে

দেশে আজ চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের ডাক আইএমএ'র, রাজ্যেও সরব চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। আর জি কর হাসপাতালে নারকীয় ঘটনায় উত্তাল হয়ে রয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসক সহ সুশীল সমাজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন আগামীকাল শনিবার সকাল ছয়টা থেকে রবিবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত সারা দেশে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। শুধু জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে। ত্রিপুরাতেও ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে, কিছুটা ভিন্ন রূপে চিকিৎসা পরিষেবা জারি থাকবে।

আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে আগামীকাল দেশজুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের ডাক দিল আইএমএ। শনিবার সকাল ৬ টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের কথা জানানো হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের আবেদন জানিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিকা কলেজের একজন স্নাতকোত্তরকে তরুণীকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তখন থেকেই ধর্মঘট করছেন আবাসিক চিকিৎসকরা। প্রতিবাদের পাশাপাশি মোমবাতি মিছিলও করেছে দেশজুড়ে আইএমএ। কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নৃশংসভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ১৩ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট এখন পর্যন্ত তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্য পুলিশকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর কাছে মামলাটি হস্তান্তর করতে বলেছিল। গতকাল জনগণ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ভাংচুর করে। আন্দোলনরত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ওপরও হামলা হয়। হাসপাতালে শারীরিক নির্যাতন এবং অপরাধ উভয়ই ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং সংবেদনশীলতার ফল। এরই প্রতিবাদে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দেশব্যাপী চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছে। তাই শনিবার সকাল ৬ টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের কথা জানানো হয়েছে। ওপিডি পরিষেবা থেকে শুরু করে জরুরি নয় এমন সার্জারিও করা হবে না। সরকারি, বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের আবেদন জানিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন।

এবিষয়ে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ডা. সঞ্জীব দেববর্মা জানিয়েছেন, আর জি কর হাসপাতালে ওই নারকীয় ঘটনা প্রতিবাদ স্বরূপ দেশব্যাপী আগামীকাল চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত রাজ্যেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রের হাতে রক্তাক্ত পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ আগস্ট ।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে নেশাগ্রস্ত ছেলের হাতে আক্রান্ত পিতা। আহত অবস্থায় থানায় হাজির হলেন ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। ঘটনা বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায়।

জাঙ্গালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী যতীন্দ্র চন্দ্র দাস নেশাগ্রস্ত ছেলে জয়ন্ত কুমার দাসের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি জানান, নেশাগ্রস্ত ছেলের বউ স্বামীকে ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছেন। বউকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে বাবার সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হয় তার। দুটি পা লাঠি দিয়ে তেথলিয়ে রক্তাক্ত করে দেয় নেশাগ্রস্ত ছেলে।

যতীন্দ্র চন্দ্র দাসের চিৎকারে সহধর্মিনী তাকে প্রতিবেশীর সহযোগিতায় প্রথমে বিশালগড় কুমার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বিশালগড় থানায় এসে নেশাগ্রস্ত ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সামাজিক অবক্ষয়ের এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এখন দেখার পুলিশ ওই ছেলের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

আসাম রাইফেলস মাঠে স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিক সমৃদ্ধ হতে পারে, লক্ষ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৫ আগস্ট ।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও পালিত হয়েছে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। এদিন সরকারিভাবে মূল অনুষ্ঠানটি আগরতলা আসাম রাইফেলস ময়দানে পালিত হয়েছে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবসের এই পূণ্য লগ্নে আজ আমরা জাতির কষ্টার্জিত ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা আমাদের দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা উপহার দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। আমরা স্মরণ করছি, সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টাদের যাঁরা আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং সেইসব অজানা দেশপ্রেমিকদের যাঁরা

আমাদের অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছেন। এই স্মরণীয় দিনটি উদ্যাপনের পাশাপাশি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির যাত্রাপথের একটি বিবরণ তুলে ধরা হয়। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ত্রিপুরা সবসময় আমাদের দেশে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে এবং এই অগ্রগতির কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি গর্বিত।

তিনি আরও বলেন, বিগত বছরগুলিতে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। আমরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক ও শিক্ষক খুনের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বামছাত্রযুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় গোটা দেশজুড়ে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে। রাজ্যেও বিভিন্ন সংগঠন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যে বিভিন্ন সংগঠন অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

শুক্রবার ডক্টর সেল ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চেয়ে এক মৌন প্রতিবাদে সামিল হন সব ডাক্তাররা। এদিন রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে এই মৌন প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ডক্টর সেলের সকল চিকিৎসক এবং নার্সরা। হাতে প্লে কার্ড নিয়ে এই নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত চিকিৎসক মহল।

এদিনের এই প্রতিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে ডাক্তার সুশান্ত রায় বলেন, আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ডক্টর সেলের সদস্যরা। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকরা সর্বত্রই শারীরিক এবং মানসিকভাবে নিগৃহীত হয়ে আসছেন প্রায়ই। তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

মহিলা চিকিৎসকদের প্রায়শই রাত্রিকালীন ডিউটিতে রোগীদের সেবা করার জন্য উপস্থিত থাকতে হয়। সেই অবস্থায় মহিলা চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা এবং প্রশাসনিক সুরক্ষা প্রদান করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি আর জি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনা ফাস্ট ট্রাক কোর্টে দ্রুত বিচার করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় এই দিন।

এদিকে প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। রাজধানী আগরতলায় প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চা, সদর গ্রামীণ জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শুক্রবার রাজপথে এক মৌন প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মুখে কালো কাপড় বেঁধে আর জি কর হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকায়ুক্ত হিসেবে শপথ নিলেন ড. কিলিকদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হিসেবে আজ শপথ নেন ড় বিভাস কান্তি কিলিকদার। রাজভবনের দরবার হলে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, নবনিযুক্ত লোকায়ুক্তের পরিবারের সদস্য সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাগণ।

মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে মূর্তি নিয়ে বাজারে উপস্থিত মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। *শনিবার মনসা পুজো। আগরতলার বটতলা বাজারে মনসা মায়ের মূর্তি বিক্রি করতে এসেছেন মূর্তি বিক্রেতারা।*

শনিবার সর্প দেবী মনসার পূজা। গ্রাম ত্রিপুরায় মনসা পূজার বেশ প্রচলন রয়েছে। পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে মনসামঙ্গল পরে মায়ের পূজায় শামিল হন ধর্মপ্রাণ মানুষ। মনসা দেবীর মূর্তিপূজার প্রচলন দীর্ঘদিন ধরেই। মৃৎ শিল্পীরা মূর্তি নিয়ে হাজির রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাজারসহ অন্যান্য বাজার গুলিতে। শুক্রবার সকাল থেকেই বটতলা বাজারে মৃৎশিল্পীদের মূর্তি নিয়ে বটতলা বাজারে হাজির হতে দেখা যায়। মৃৎশিল্পীরা জানান এবছর মূর্তির বেশ চাহিদা রয়েছে। নূন্যতম ৫০০ টাকা থেকে দু হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে দেবীর প্রতিমা। মৃৎশিল্পীরা জানান, বাজারে মূর্তি তৈরীর সামগ্রিক দাম অনেক বেশি। সেই তুলনায় মূর্তি তৈরি করে বিক্রি করে তাদের খুব বেশি একটা লাভ হয় না। তবু তারা পূর্বপুরুষদের এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা জানান মূর্তি তৈরি করে জীবন জীবিকার নির্বাহ করা রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে অনেকেই মূর্তি তৈরীর কাজ বন্ধ করে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জিবিপি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট এবং মেডিসিন ওয়ার্ড পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। ২০২৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরপ্রফেস (ডাঃ) মানিক সাহার নির্দেশেস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে আজ (১৬ আগস্ট ২০২৪) জিবিপি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট এবং মেডিসিন ওয়ার্ডের হালহকিকৎ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে যান। সম্প্রতি হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটটিতে আরও উন্নত ডায়ালিসিস পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্কছজ্ঞখও সঞ্জীবনী মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহাস্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরই ভিত্তিতেসেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৯ ▫ ১৭ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ৩২ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ধূমপানে মৃত্যুর হার বাড়িতেছে

সারা বিশ্বে প্রতি বছর ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে মৃতের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হ''-এর এক নিবন্ধে এ-কথা জানা গিয়াছে। ছয়ের দশকের পর মাত্র দুদশকে ধূমপানের ফলে মৃত্যুর হার তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে শিল্প উন্নত দেশগুলিতে কুড়ি লক্ষ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দশ লক্ষের মতো মানুষ ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইতেছে। গত দুই দশকের বেশি সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সিগারেট সেবনের হার সত্তর শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ধূমপানের ফলে বছরে ধূমপানজনিত রোগে সত্তর লক্ষ মানুষের মৃত্যু হইবে। ধূমপান কেবল নিজের স্বাস্থ্য বিপন্ন করে না, পারিপার্শ্বিক লোকজনেরও স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। ব্রিটেনের সমীক্ষকরা এক হিসাবে দেখাইয়াছেন, ধুমপান পুরুষ ও মহিলাদের প্রজনন শক্তিও হ্রাস করে। গবেষণায় দেখা গেছে 'নিকেটিন'' সরাসরি মানব ভ্রূণের চারপাশের তরল অংশে গিয়া আঘাত করিয়া মহিলা ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিকোটিনের ক্ষতিকর অংশ ''কোটিনিন'' একজন মহিলার সুস্থ সবল শিশুর জন্মা দেওয়ার তিরিশ শতাংশ ক্ষমতা কমাইয়া দেয় ধুমপান করেন না এমন মহিলাদের মধ্যে। সমীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা বাহাত্তর জন সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন। ধুমপায়ী মহিলাদের এই ক্ষমতা মাত্র শতকরা চুয়াল্লিশ জনের মধ্যে সীমিত। ভারতের হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা কে এল চোপড়ার মতে, ধুমপানের ফলে যৌনাঙ্গের সঙ্গে সংযোগকারী পেনাইল ধমনীকে ক্রমশ কঠিন এবং সংকীণ করিয়া তুলিয়া ধুমপানের ফন্ডা পুরুষের দেহে শুক্রাণুর সংখ্যা কমিয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে কমিয়া আসে যৌনক্ষমতা ।যাঁহারা ১০ বছর ধরিয়া দিনে পনেরোটির বেশি সিগারেট পান করে আসিতেছেন তাঁহাদের এই অশঙ্কা সর্বাধিক। মহিলা ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে গিয়াছে। তাহাদের যাদও বা শিশু জন্মগ্রহণ করে, তবু এগারো বছরের মধ্যে। তাহার মানসিক বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডঃ হেলমুট কেনের ভাষায়, ধুমপায়ীর সঙ্গে শিশুর ওঠা বসার তথা ধূমপায়ীর আগেই শিশুটির মৃত্যুবরণ। একজন ধুমপায়ী অধিকাশ ক্ষেত্রেই কুড়ি বছর বয়সের আগে ধুমপান শুরু করেন না। কিন্তু ওই শিশুটির ধুমপানশুরুঃ হয় জন্মালগ্ন থেকেই ।সারা বিশ্বে শতাধিক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়াছে, যে সমস্ত শিশু জন্মম্মমুহূর্ত থেকে সিগারেটের নেশায় আসক্ত হইতেছে তাহারা কমবেশি পঞ্চাশটি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। ফলে শিশুটির শরীরে প্রথম যে-সমস্যা দেখা দিবে তাহা
হইল শ্বাসযন্ত্রে ভাইরাসজনিত রোগ। যে-শিশুটি ধুমপায়ীর সঙ্গে থাকে তাহার ফুসফুসে ক্যান্সার হইবার সম্ভাবনা শতকরা ৩৫ ভাগ। গর্ভবতী অবস্থায় ধুমপান করিলে তাহার প্রভাব শিশুটির ওপর পরিবে তারা নিশ্চিন্তে বলা যাইতে পারে।

ফের রেকর্ড গড়ল ইসরো, ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ইওএস-০৮-এর সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ফের একবার রেকর্ড গড়ল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। শুক্রবার সকালে ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ- এসএসএলভি-ডি৩/ইওএস-০৮ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এদিন সকাল ৯.১৭ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে এসএসএলভি এই উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয়।শুক্রবার ভোররাত ২.৪৭ মিনিটে শুরু হয় কাউন্ট-ডাউন প্রক্রিয়া। 'স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইকেল'- এসএসএলভি-র মাধ্যমে এটি তৃতীয় তথা চূড়ান্ত উৎক্ষেপণ। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইকেল (পিএসএলভি)-র তুলনায় এসএসএলভি রকেট অনেক ছোট আকারের, মাত্র ৩৪ মিটার লম্বা। পিএসএলভি-র দৈর্ঘ্য মাত্র ৪৪ মিটার। সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসএসএলভি-র তৃতীয় উৎক্ষেপণ সফল। ইওএস-০৮-কে সুনির্দিষ্টভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে এসএসএলভি-ডি৩। এই সাফল্যের পর ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেছেন, 'এসএসএলভি-ডি৩/ইওএস-০৮-এর তৃতীয় উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রকেটটি মহাকাশযানকে পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করেছে। কোনও বিচ্যুতি নেই।'

মেঘলা আকাশ তিলোত্তমায়, দক্ষিণবঙ্গে বাড়তে পারে বৃষ্টির মাত্রা

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, রোদের তেজও ততটা নেই। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলির আকাশ মেঘলা, মনোরমই রয়েছে আবহাওয়া। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনও কোনও জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। দু''টি জেলার জন্য এদিন 'কমলা' সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ।শনিবারও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির 'কমলা' সতর্কতা রয়েছে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার জন্য। শনিবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায়। সাধারণভাবে গোটা দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি মাত্রায় বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গেও এদিন পর্যন্ত বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হবে। ভারী বৃষ্টি হবে কয়েকটি জেলায়। শুক্রবার কলকাতা ও পার্শবর্তী এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মুর্শিদাবাদে বোমার আঘাতে মৃত্যু ব্যক্তির, তদন্তে পুলিশ

মুর্শিদাবাদ, ১৬ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদের রানিনগরে বোমার আঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম, আইনুল হক (৪০)। বৃহস্পতিবার রাতে রানিনগরের মালিপাড়ার তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে গোধনপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠাচ্ছে রানিনগর থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তি বোমা বাধার কাজ করছিল না-কি তাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে মারা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এসইউসিআই-এর ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পূর্ব মেদিনীপুরে, নানা স্থানে পথ অবরোধ

তমলুক, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : এসইউসিআই দলের আহ্বানে শুক্রবার ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সকাল ছ''টা থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দেউলিয়ায় সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে ধর্মঘটীরা। এছাড়াও ১১৬ বি জাতীয় সড়কের রামতারকে, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কের পাঁচ মাথার মোড়ে, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কে মানিকতলা নোনাকুড়িতে পথ অবরোধ করে বনধ সমর্থকরা। এছাড়াও ময়না-নিমতৌড়ি-মানিকতলা- হলদিয়ার দুর্গাচক-চৈতন্যপুর পাঁশকুড়া প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং চলছে।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ

ড. বিমলকুমার শীট

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দে যুবকেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। তাই দুঃসাহসিক কাজে তাঁরা ঝাঁপ দিলেন। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি প্রদেশে চলল বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপ। ব্রিটিশ পুলিশ তা নির্মূল- করার প্রাণপ্রণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। দেশের তরুণদের দ্বীপান্তর যাত্রা ও ফাঁসিতে আত্মব লিদান সাধারণ মানুষের দেশ ও দশের স্বাধীনতা সম্পর্কে চিন্তা ও চেতনাকে উজ্জীবিত করল। জাতীয়াবোধকে প্রসারিত করে দিয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। বালক চন্দ্রশেখর আজাদের মনেও বিপ্লবী ভাবধারার সৃষ্টি হয়। সে কাজেই তিনি তাঁর মণ-প্রাণ ঢেলে দেন এবং ২৪ বৎসর বয়সে নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করে দেন। তাঁর প্রকৃত নাম চন্দ্রশেখর তেওয়ারী। পিতা পণ্ডিত সীতারাম তেওয়ারী ছিলেন দরিদ্র ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। জীবিকার সন্ধানে তিনি উত্তরপ্রদেশের বদরকা গ্রাম ত্যাগ করে চলে আসেন মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলার ভাবরা গ্রামে (বর্তমান চন্দ্রশেখর আজাদ নগর)। এখানে তিনি সরকারি উদ্যান রক্ষক ছিলেন। এখানেই ১৯০৬ সালে ২৩ জুলাই জাগরণী দেবীর ক্রোড়ে চন্দ্রশেখর তেওয়ারীর জন্ম হয়। বাংলায় তখন চলছে স্বদেশী বয়কট আন্দোলন। ভাবরাতেই চন্দ্রশেখর আজাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। প্রতিবেশী ভিল বালকদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে চলে শিকার এবং ভ্রমণ। রক্ষণশীল পিতা পুত্র চন্দ্রশেখরের এ আজাদী মনে প্রাণে মেনে নেননি। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে আজাদ বারানসীতে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি এক সংস্কৃত পাঠশালায় ভর্তি হন।
এখানে তাঁর বিণা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। চলে ব্রহ্মচারীর ন্যায় অনাড়ম্বর জীবনযাপন। দেশে তখন গান্ধীজির অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২১) জোয়ার। তরুণ চন্দ্রশেখর আজাদও অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিরস বিদ্যাভ্যাসের চেয়ে দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ তিনি অধিক পছন্দ করতেন। এ সময় তিনি স্থানীয় নেতা শিবপ্রসাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি যখন গ্রেপ্তার হন তখন তাঁর এতই অল্প বয়স ছিল যে তাঁর কজির থেকে হাতকড়াও বড় ছিল। বিচারের জন্য তাঁকে যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরনের জন্য তাঁর কুখ্যাতি ছিল। ফলে আদালতে চন্দ্রশেখর অত্যন্ত উদ্ধত আচরণ করেন। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন তাঁর নিজের নাম "আজাদ" পিতার নাম "স্বতন্ত্র" এবং ঠিকানা "কারাগার"। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং আজাদকে পনের বার চাবুক মারতে বলেন। চাবুকের ঘায়ে যখন চামড়া কেটে যাচ্ছে তখনও তিনি সদর্পে ধ্বনি দিতে থাকেন "মহাত্মা গান্ধীর জয়" ও 'বন্দেমাতরম" ইত্যাদি।

অসাধারণ সহিষ্ণুতা সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি উচ্চ প্রশংসিত হন এবং সর্বসাধারণের নিকট "আজাদ" নামেই পরিচিত ও সম্মানিত হন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহহৃত হলে আর একবার আন্দোলনের ঢেউ আসে। চন্দ্রশেখ- রের স্বাভাবিক প্রবণতাই তাঁকে মন্মথনাথ গুপ্তের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তাঁর সাহায়তা- তেই তিনি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলি- কান অ্যাসোসিয়েশন এ (আর্মি) যোগদান করে এবং এর নেতৃস্থানীয়দের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর অফুরন্ত প্রাণ শক্তির জন্য তাঁরা তাকে আদর করে "পারদ" বা "কুইক সিলভার" নামে ডাকতেন। রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে এই দলের প্রত্যেকটি সশস্ত্র অভিযানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে ১৯২৩ সালের শুরুতেই বিপ্লবী শচীন্দ্র সান্যাল যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কম করে বিশ পঁচিশটি বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে তুলে ছিলেন। এগুলি ছিল গুপ্ত সংস্থা। ১৯২৫ সালে ৯ আগষ্ট কাকোরী নামক স্টেশনে ট্রেনে হত্যা সহ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির সঙ্গে আরও তিনটি ডাকাতির ঘটনা যোগ করে একটি ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়। শচীন, যোগেশ চ্যাটার্জি, রামপ্রসাদ, রাজেন লাহিড়ী সহ উত্তর ভারতের বেশিরভাগ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসি- য়েশন (আর্মির) এর নেতাকে গ্রেপ্তার করে দলকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় ৪ জনের ফাঁসি, ৫ জনের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয় কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদ ধরা পড়েন নি। এছাড়া কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ, দিল্লী ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে চন্দ্রশেখর যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় তাতে নেতৃত্ব দেন পাঞ্জাবের প্রবীণ নেতা লালা লাজপত রায়। নওজোয়ান ভারতসভার সদস্যরাও তাতে অংশ নেন, তবে তাঁরা শুধু 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি দেননি, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের ভারতের ভাগ্য নির্ধারনের জন্য কমিশন গঠনের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তুলছিলেন। সেই বিক্ষোভ সমাবেশে লাঠিচার্জ হলে লালাজি গুরুতর আহত হন এবং ১৭ নভেম্বর তিনি মারা যান। দেশব্যাপী বিক্ষোভে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ন্যূনপক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে সরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, সুখদেব প্রমুখ হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন এর নেতারা পুলিশ সুপার স্কটকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। স্কট সেই সময় লাহোরে না থাকার জন্যই হোক কিংবা ভুল শনাক্তকরণের জন্যই হোক ১৭ ডিসেম্বর এ এস পি সান্ডাস এবং বাধা দিতে এসে হেড কনস্টেবল চন্দন সিং বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। এরপর চন্দ্রশেখর আজাদ সহ বিপ্লবী দলের সমস্ত সদস্যকেই আত্মগোপন করতে হল। ভাইসরয় লর্ড আরউইনের (১৯২৬-১৯৩১) ট্রেনে একটি বোমা বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে গান্ধীজী (Young India তে 'The cult of the Bomb') ২রা জানুয়ারি, ১৯৩০) একটি রচনায় হিংসাশ্রয়ী কাজকর্মের জন্য বিপ্লবীদের নিন্দা করেন। তাঁর উত্তরে ভগবতী চরণ ভোরা এবং চন্দ্রশেখর আজাদ লেখেন The Philosophy of Bomb. এবং ভগৎ সিং তা অনুমোদন করেন। এই রচনাতেও সন্ত্রাস- বাদের তথা ব্যক্তি সন্ত্রাসের সমর্থন আছে। The Philosophy Bomb বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে জনমনে প্রভাব ফেলেছিল। চন্দ্রশেখর আজাদ কিছু সময়ের জন্য ঝাঁসিকে তার সংগঠনের অন্যতম কেন্দ্র করে তোলেন। তিনি ঝাঁসি থেকে ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত ওরছা জঙ্গলকে শুটিং অনুশীলনের জন্য একটি জায়গা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার দলের অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি সাতার নদীরধারে হনুমান মন্দিরের কাছে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করেন এবং সেখানে পণ্ডিত হরিশঙ্কর ব্রহ্মচারীর নামে দীর্ঘকাল বসবাস করেন। নিকটবর্তী ধীমারপুর গ্রামের শিশুদের চন্দ্রশেখর আজাদ পড়াতেন। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঝাঁসিতে থাকার সময় তিনি সদর বাজারের বুন্দলখণ্ড মোটর গ্যারেজে গাড়ি চালানোও শিখেছিলেন। এখানে কয়েকজন তাঁর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা রঘুনাথ বিনায়ক ধুলেকর এবং সীতারাম ভাস্কর ভাগবতও চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নয়া বস্তিতে রুদ্র নারায়ণ সিং এবং ভাগবতের বাড়িতেও কিছুকাল নাগরায় অবস্থান করেছিলেন। খাজুরাহো টাইগার থেকে সাতনা ফেরার সময় পান্না রিজার্ভ ফরেস্ট হয়ে যখন এলাম তখন সেখানে পাণ্ডব প্রপাত এলাকায় চন্দ্রশেখর আজাদের মূর্তি দেখতে পেলাম। এখানে ১৯২৯ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন বৈঠক বসেছিল। এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন রামসহায় তেওয়ারী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টীকমগড়ের নারায়ণ দাস খরে অথবা প্রেম নারায়ণ, সলীলার বিহারীলাল, মহোবাকের জয় নারায়ণ এবং অন্য চারজন। বন্ধু ভগৎ সিং ঠাট্টা করে চন্দ্রশেখর আজাদকে বলতেন, পণ্ডিতজী, তোমার জন্য ওদের দুটি দড়ির প্রয়োজন হবে, একটি তোমার গলার জন্য অপরটি তোমার সুপ্রশস্ত উদর প্রদেশের জন্য। চন্দ্রশেখর আজাদের উত্তর ছিল, 'দড়ি তোমার গলার জন্য থাক। আমার সঙ্গে যতক্ষণ এই পিস্তল আছে কেউ আমাকে ফাঁসির মঞ্চে দড়িতে ঝুলিয়ে বাঁদরের মতো নাচাতে পারবে না'। এই সময় তিনি তাঁর একমাত্র রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন, 'দুশমন কি গোলিয়োঁ কা হাম সামনা করেঙ্গে। আজাদ হি রহে হ্যাঁয়, আজাদ হি রয়েঙ্গে'।
শেষ পর্যন্ত এক সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার বলি হন চন্দ্রশেখর আজাদ। ১৯৩১ সাল, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব তখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে বন্দী। এই সময় ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে (বর্তমান চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক) একদল সশস্ত্র পুলিশ চন্দ্রশেখর আজাদকে ঘিরে ধরে। তিনি বেশ কিছু সময়ের জন্য একটি ছোট পিস্তল এবং সামান্য কিছু কার্তুজের সাহায্যে একাই তাদের ঠেকিয়ে রাখেন। শত্রুরাও তার নিখুঁত নিশানা এবং অসাধারণ স্থৈর্যে বিস্মিত হয়। একটিমাত্র গুলি যখন বাকি তখন তিনি নিজের মাথায় গুলি করে গ্রেপ্তার এবং ফাঁসির সাজার থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। পুলিশ তার মাথার দাম ত্রিশ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মচরিতে ভিন্ন কথা লিখেছেন। দিল্লিতে তিনি শুনেছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের গুলিতেই নিহত হয়েছেন। চন্দ্রশেখর আজাদের ছিল প্রগাঢ় দেশপ্রেম। কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ না করেও অগাধ সাধারণ জ্ঞান এবং সংগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে তিনি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভগৎ সিং,রাজগুরু, শুকদেব, ভগবতীচরণ, শালীগ্রাম শুক্লা প্রভৃতি বিশিষ্ট শহিদগণ এবং বটুকেশর দত্ত, বিজয়কুমার সিংহ, শিব ভর্মা, জয়দেব কাপুর, গয়াপ্রসাদ, সদাশিব রাও এবং আরও অন্যান্য প্রখ্যাত বিপ্লবীগণ তাঁর নেতৃত্বে কাজ করে গর্ব অনুভব করতেন। তিনি দেশবাসীর কাছে অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতা এবং অবাধ্যতার প্রতীক হয়ে আছেন। (সৌজন্যে -দৈনিক : স্টেটসম্যান)

অদ্বিতীয় ভাষাবিদ হরিনাথ দে

রাজু পারাল

বেশিদিন বেঁচে থাকলে তিনি আমাদের অনেককিছু দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু, অত্যন্তপরিতাপের বিষয় তাঁর জীবনকাল ছিল খুবই সীমিত। মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান। রেখে যান ভাষা চর্চার অমূল্য সব সম্পদ। তিনি "হরিনাথ দে" (১৮৭৭-১৯১১)। খ্যাতিলাভ করেছিলেন অসাধারণ ও বিস্ময়কর ভাষা প্রতিভার জন্য। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় তিনি আজীবন ছিলেন আগ্রহী। কেমব্রিজের কীর্তিমান অধ্যাপকরা ভাষাতত্ত্বের চর্চায় হরিনাথের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ভাবলে বিস্ময় জাগে যে ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন ফরাসি, গথিক, পর্তুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয়, ফরাসী, রুমানীয়, সংস্কৃত, পালি, তুর্কী, আরবি, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতি সহ একাধিক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন।
প্রখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ উইলিয়াম হর্নেল হরিনাথ সম্পর্কে বলেছেন যে, হরিনাথ যখন কোনও নতুন ভাষা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হতেন, সেই ভাষার একটি অভিধান তিনি সংগ্রহ করতেন। তারপর অভিধানের শব্দগুলি তিনি মুখস্থ করতেন অর্থ, উচ্চারণ ও শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ। ফলে ভাষা তাঁর আয়ত্তে থাকত। যে কোনও ভাষা শিক্ষার পরে তিনি সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা পাঠ করতেন। ফলে কেবল ভাষা নয়, সেই ভাষার সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন। শোনা যায়, কোনও ল্যাটিন নাটকের যে কানও একটি লাইন বললে হরিনাথ পরবর্তী লাইনটি বলতে পারতেন অনায়াসে। এমনই বিস্ময়কর ছিল হরিনাথের স্মৃতিশক্তি।
একবার লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে গেলে, স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করে হরিনাথ তাঁকে ঢাকার ইতিহাস উপহার দিয়েছিলেন। বইটির উৎসর্গপত্র হরিনাথ রচনা করেছিলেন অলঙ্কারবহুল ল্যাটিন ভাষায়। তাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কার্জন। হরিনাথ তখন ঢাকার এক কলেজের অধ্যাপক। আর একবার, বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে হরিনাথ ভ্যাটিক্যান (ইতালি) প্রাসাদে মহামান্য পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মহামান্য পোপকে হরিনাথ সম্ভাষণ করেন নির্ভুল ল্যাটিন ভাষায়। হরিনাথের চোখা চোখা ল্যাটিন উচ্চারণে স্তম্ভিত হন পোপ। তিনি হরিনাথকে পরামর্শ দেন ইতালীয় ভাষা শিখে নেবার জন্য। হরিনাথ তৎক্ষণাৎ পোপকে স্তম্ভিত করে সরাসরি ইতালীয় ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করলেন। এইভাবে হরিনাথের ভাষাজ্ঞান হয়ে উঠেছিল
তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। তবে হরিনাথের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মায় মা এলোকেশী দেবীর কাছ থেকে। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে মা একদিন ছেলেকে খেলাচ্ছলে বাংলা বর্ণমালা চিনিয়ে দিলেন। ছেলে সহজেই অক্ষরগুলি শিখে নিয়ে তরকারির খোসা ও কাঠকয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে ও দেওয়ালে অক্ষরগুলি লিখতে শুরু করে। এভাবে একদিনেই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। পিতার চাকরির সূত্রে হরিনাথের বাল্যশিক্ষা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে শুরু হলেও পরে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ সালে এই স্কুল থেকেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে এই কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি ১৮৯৪ এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ভাষাবিষয়ে কৃতিত্বের জন্য হরিনাথ "ডাফ" স্কলারশিপ অর্জন করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অনার্স সহ বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৬ সালে তিনি ল্যাটিন ও ইংরাজিতে ডাবল অনার্স সহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেন এবং মাসিক ৪০ টাকার স্কলারশিপ অর্জন করেন। একই বছরে (১৮৯৬) হরিনাথ ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। এই পরীক্ষায় তিনি শতকরা সাতাত্তর নম্বর পেয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে হরিনাথ উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং ভর্তি হন সেখানকার (কেমব্রিজের) "ক্রাইস্ট" কলেজে। কেমব্রিজের ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপসপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরিনাথ এক দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। ইতিপূর্বে আর একজন ভারতীয় ছাত্র (শ্রী অরবিন্দ ঘোষ) ট্রাইপসপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর হরিনাথকে সেখানকার শিক্ষকেরা যেসব প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ওই তরুণ বয়সে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় মেলে। হরিনাথের কর্মজীবনও ছিল সমান কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর সময়কালের প্রথম ও একমাত্র ভারতীয় যিনি কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর এই নিয়োগের খবরে লর্ড কার্জন ভীষণ খুশি হন। অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষের লেখায় পাওয়া যায় একদিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ থেকে প্রফেসর হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতিপূর্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।... আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতি ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।"
ঢাকা কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০২ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ. (লাতিন) এবং বি.এ. (গ্রীক) পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিন বছর পর হরিনাথ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হন, তখন অধ্যাপক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলকাতার ছাত্রসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকরা হরিনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। লাতিন ও গ্রীকভাষায় হরিনাথের পাণ্ডিত্য কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক প্যার্সিভ্যাল সাহেবকে মুগ্ধ করেছিল।
১৯০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভাষাবিজ্ঞান" বিভাগে চালু হলে হরিনাথ সেখানে প্রথম অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বলাবাহুল্য, ভারতে ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) চর্চার অন্যতম পথিকৃত বলা যায় তাঁকে। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি হরিনাথ কলকাতার "ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির" (বর্তমানে যার নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি) সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি এখানে লাইব্রেরির "গ্রন্থাগারিক" পদে নিযুক্ত হন। হরিনাথের এই গ্রন্থাগারিক পদলাভের পক্ষে দু''টি বিষয়ে হরিনাথের যোগ্যতা বিশেষভাবে সহায়ক হয়। প্রথমতঃ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান। হরিনাথের আশা ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সুবিশাল গ্রন্থ সংগ্রহ তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান-চর্চার সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে তিনি জ্ঞানচর্চার আগ্রহ ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারবেন।
হরিনাথ "গ্রন্থাগারিক" পদের কার্যভার সামলান ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত। সেকালে এই ধরনের সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নাম বিবেচনাই করা হত না। সেদিক থেকে হরিনাথের এই পদপ্রাপ্তি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনই ছিল না, ছিল সেকালের বাঙালি মনীষার সার্থক ও যথাযথ স্বীকৃতি, যা ওই ঔপনিবেশিক যুগে এক ব্যতিক্রমী গর্বের বিষয়। হরিনাথের এই পদলাভের সংবাদে ইংল্যান্ড থেকে বিদ্যানুরাগী লর্ড কার্জন তাঁকে এক অভিনন্দন পত্রে লেখেন- "যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য কাজ নিযুক্ত হয়েছেন।"
"লাইব্রেরিয়ান" পদে যোগদান করে তিনি চেষ্টা করেছিলেন একদিকে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করতে এবং অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সদ্য প্রকাশিত বই সংগ্রহ করতে। যে সমস্ত বইয়ের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগ ছিল, সেগুলি কেবল সংগ্রহ করেই উৎফুল্ল হতেন না, বিদ্যানুরাগী বন্ধু ও পরিচিতজনকে তা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট হতেন। একাধিক সময়ে বহু বিশিষ্ট মানুষের গবেষণার প্রয়োজনে নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান জুগিয়েছিলেন তিনি। স্যার যদুনাথ থেকে শুরু করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের গবেষণার প্রয়োজনে বারে বারে হরিনাথের দ্বারস্থ হতেন।
দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের জন্য হরিনাথ কোথায় না কোথায় গিয়েছেন ভাবলে বিস্ময় জাগে। একবার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আবিষ্কার করলেন কালিদাসের "অভিজ্ঞান- শকুন্তলাম"-র প্রাচীনতম পুঁথিটি। যেটি তিনি বার্লিনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে উপহার দেন। একদিন কলেজ স্ট্রিটের একটি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে আবিষ্কার করেন ওয়ারেন হোস্টিংসের স্বহস্তে লেখা চিঠি। এই চিঠিটি তিনি কলকাতার ইমপিরিয়াল লাইব্রেরিকে দান করেন। এভাবে ঢাকা থেকে সংগ্রহ করেন তুর্কী ও পারসিক ভাষায় রচিত বৈরাম খানের সমগ্র কবিতার পাণ্ডুলিপি। বহু পরিশ্রম ও আগ্রহে তিলে তিলে নিজের সংগ্রহশালাও গড়েছিলেন তিনি। যেখানে স্থান পেয়েছিল তিব্বতী, চিনা, সংস্কৃত, আরবি, পারসিক ভাষার দুষ্প্রাপ্য সব বই। শোনা যায়, সেই সময়ে হরিনাথ মাসে ৬০০ টাকারও বেশি বই কিনতেন। একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লেখা হয়, মৃত্যুর সময়ে হরিনাথের সংগ্রহে ছিল হাজার সাতেক পুঁথি ও বই। ১৯১১ সালের হিসেবে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫,০০০ টাকা। দুর্ভাগ্য, হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পরম সাধের সংগ্রহশালাটি মাত্র হাজার তিনেক টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। এক সময়ে নিজের সঞ্চিত পুস্তকভাণ্ডার সম্পর্কে তিনি নিজে নোট লিখেছেন- "I have always been a great lovers of Books and have always bought for my own pri vate use a very large number of books on subjects which I understand and in which I am interested from time to time"
হরিনাথ দে সমকালে হয়ে উঠেছিলেন এক চলমান গ্রন্থাগার। শ্মশানের চিতায় তাঁর পুড়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মনে হয়েছিল একটি বিশাল গ্রন্থশালা যেন লেলিহান আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সেদিন তিনি লিখেছিলেন- "আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা, আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কাতরল জ্বালার মালা। যাচ্ছে পুড়ে দেশের দেশের গর্ব, শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা, যাচ্ছে পুড়ে নতুন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।"
চৌত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে বিদ্যাচর্চার বহু বিচিত্র শাখায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন হরিনাথ। ভাষাচর্চায়, শিক্ষাদান, অনুবাদ কর্মে, পুস্তক সম্পাদনায় এবং সর্বোপরি বিদ্যানুরাগীদের সযত্ন সহায়তায় তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন এই বঙ্গসন্তান মাত্র ৩৪ বছর বয়সে টাইফয়েডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজকাল মহা ধুমধাম করে যখন চারিদিকে "ভাষাদিবস" পালিত হয়, তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলার এই ভাষাবিদকে কেউ মনে রাখেনি, হয়তো বাঙালি বলেই।
হরিনাথের অকালমৃত্যুর পরে এশিয়াটিক সোসাইটির স্মৃতি সভায় প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ আবদুল্লা সুরাবর্দী সাহেব বলেছিলেন যে, "একজন মহারাজার মৃত্যুর পরে আর একজন মহারাজা তাঁর উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন। কিন্তু হরিনাথের মনীষার উত্তরাধিকার গ্রহণ করার মতো ব্যক্তি আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে না।" বিভিন্ন ভাষা ও জ্ঞানরাজ্যের এক বিস্তৃত ভূমিতে হরিনাথ আজও একক। (সৌজন্যে -দৈনিক : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
সংযোগ ব্যবস্থা, সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বিকাশের প্রদর্শন

মালিগাঁও, ১৬ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে আড়ম্বরপূর্ণভাবে ও জাঁকজমতার মাধ্যমে দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে। মূল কর্মসূচি মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেলওয়ে পরিবারের সদস্য সহ বিশাল জনসমাবেশের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে আরপিএফ জওয়ান, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং স্কুল পড়ুয়াদের দ্বারা এক আকর্ষণীয় গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে/নির্মাণ-এর পক্ষ থেকেও ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে/নির্মাণ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে/নির্মাণ কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন যথা তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহারেও স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ডিভিশনগুলিতে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জেনারেল ম্যানেজার ভাষণ প্রসঙ্গে চলিত বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ চলমান পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে গর্বের সাথে আলোচনা করেন। পরিচালনামূলক দক্ষতা, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এই জোনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি আলোকপাত

করেন। নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনার মধ্যে ৩য় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করা, ৮ জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা এবং ৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করেছে। নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ডাবল লাইন প্রকল্পের নিউ বঙাইগাঁও-আজারা সেকশন সম্পূর্ণ করা এবং ৭১০.৬৬ রুট কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ করা সহ পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১১টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম, ১২টি লেভেল ক্রসিং গেটে ইন্টারলক স্থাপন, ১০টি লেভেল ক্রসিং লুপ্ত করা এবং ২২টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ১৪টি রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১, ০০০টিরও অধিক এলএইচবি এসি কোচকে ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১,৪১৭ কেডব্লিউপি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করেছে এবং মালিগাঁওয়ে আবর্জনা ফেলার একটি স্থানকে ইকো-পার্কে রূপান্তর করেছে। যাত্রী সুযোগ-সুবিধাগুলির উন্নতির ক্ষেত্রে ১৩টি স্টেশনে সংহত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থার সাথে নতুন ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হয়েছে এবং টিকিট কাউন্টারগুলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যাত্রীবাহী ট্রেন থেকে ১৫ শতাংশ এবং পণ্যবাহী ট্রেন থেকে ৮ শতাংশ আয় বৃদ্ধি ঘটেছে। চারটি নতুন পণ্য টার্মিনাল এবং ১৬২.৩ কিলোমিটার সেকশন জুড়ে ঘণ্টা প্রতি ১১০ কিলোমিটার গতিবেগ বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালনামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বদা সতর্ক আরপিএফ কর্মীরা ২০৩ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছেন, ২০ কোটি টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং ৬ জনের জীবন রক্ষা করেছেন।

পরে জেনারেল ম্যানেজার এনএফআরএসএ স্টেডিয়ামে একটি বক্সিং রিং, কর্মীদের জন্য নবনির্মিত আবাসন, ২৫ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা আরপিএফ ব্যারাক, মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে এগজিকিউটিভ কেবিন উদ্বোধন করেন। এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর সদস্যরাও মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে এবং জাগৃতি স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন।

জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) ভাষণ প্রসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেলওয়ে ট্র্যাক ডাবলিং, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন এবং সংযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্পর্কিত চলমান একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। একবার এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে ফের প্রশ্নের মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ফের সামনে এলো প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি। অগস্টের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে হলফনামা জমা দিয়ে জানাতে হবে বেশি নম্বর পেয়েও কেন চাকরিপ্রার্থী নিয়োগপত্র হাতে পেলেন না।

জানা গেছে, ২০১০ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন জানান উত্তর ২৪ পরগনার চাকরি প্রার্থীরা। সেই মতো ২০১১ সালে লিখিত পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই লিখিত পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়ে যায়। যদিও পরে লিখিত পরীক্ষা হয় ২০১৪ সালে ১৮ মার্চ।

০১৪ সালের ১১ নভেম্বর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াও শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে একাধিক অভিযোগ থাকায় প্যানেল প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বলে অভিযোগ। শেষে ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে প্যানেল প্রকাশ করতে বাধ্য হয় পর্ষদ। কিন্তু সেই প্যানেলে নাম না থাকায় তথ্যের অধিকার আইনে জানতে চায় চাকরিপ্রার্থীরা। ওই আইনে জানানো হয়, এক মামলাকারীর প্রাপ্ত নম্বর ২৮.৪৫। এর পরেও ফের হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেখানে বলা হয়, উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ২৬ হাজার ৫০টি নতুন করে শূন্যপদ তৈরি করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৮০০টি শূন্যপদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে ২০২৪ সালের ২৪ জুন মামলাকারীদের প্রাপ্ত নম্বর-সহ ৮৭৩ জনের একটি তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন। এবং তাদের শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।মামলাকারী সুমিত মুখার্জীর পক্ষের আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানান, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৩৪ নম্বর প্যানেল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ২৮.৪৩ এবং প্যানেলের শেষে নাম থাকা প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১১.১২। এবং সর্বশেষ তালিকাভুক্ত নম্বর ৭.৩২। অথচ সুমিত মুখার্জীর ২৮.৪৫ থাকা সত্ত্বেও প্যানেলে কোথাও তাঁর নাম পাওয়া যায়নি। তাঁকে কোনওরকম নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানান, একজন চাকরিপ্রার্থী ২৮.৪৫ পেয়েও মেধা তালিকায় স্থান পাননি। অথচ ১১ বা ৭ নম্বর পেয়েও মেধা তালিকায় জায়গা মিলেছে। বর্তমানে তাঁরা চাকরিও করছেন।

বিজেপির ধর্না কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা শ্যামবাজারে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পদ্ম নেতা-কর্মীদের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্না কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। শ্যামবাজারে দলের নেতা-কর্মীদের টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলে পুলিশ। এক সময় পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তিও শুরু হয়ে যায়। আটক বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ।

আর জি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় বিচার চেয়ে ধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিজেপি। ঠিক হয়েছিল ওই হাসপাতালের অদূরে শ্যামবাজার ১ নম্বর মেট্রো স্টেশনের কাছে ধর্নামঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ চলবে। এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারেরও।

বিজেপি-র অভিযোগ, বুধবার রাতে মঞ্চ বাঁধা হলেও বৃহস্পতিবার সেই মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। তার পর ওই জায়গাতেই মঞ্চ বাঁধার তোড়জোড় শুরু করতেই বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাধা দেয় পুলিশ। সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

পরে হাজির হন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। তাঁদের বেশ কয়েক জনকে আটক করে পুলিশ। টেনেহিঁচড়ে তোলা হয় পুলিশের ভ্যানে।

অগ্নিমিত্রাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার আর জি কর-কাণ্ডে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। আর যাঁরা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের গায়ের জোরে বাধা দেওয়া হচ্ছে। রুদ্রনীল বলেন, "সরকার অপরাধীদের বাঁচাতে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করছে। আমরা আর জি করের ঘটনায় বিচার চাই। না হলে আমরা রাস্তা থেকে সরব না।"

এসইউসিআই-এর ডাকা বনধে মিশ্র প্রভাব উত্তরবঙ্গে, উত্তেজনা কোচবিহারে

বালুরঘাট, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : এসইউসিআই-এর ডাকা শুক্রবার বনধে মিশ্র প্রভাব দেখা গেথে উত্তরবঙ্গ জুড়ে। বনধকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা দেখা গেছে কোচবিহার শহরের সাগরদিঘি চত্বরে। এদিন বালুরঘাট সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে। সকাল থেকে বেসরকারি যানবাহন চলছে না বললেই চলে। ফাঁকা বালুরঘাট পুরসভা বাসস্ট্যান্ডও। যদিও সরকারি বাস চলছে। দেখা মিলেছে টোটোর। খোলা রয়েছে শহরের সব বাজারঘাট। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের একাধিক জায়গায়। মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি দক্ষিণ দিনাজপুরে। অন্যদিকে, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহর জুড়ে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।এসইউসিআই-এর ডাকা ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধে মিশ্র প্রভাব দেখা গেল গাজোলে। সকাল থেকেই পথে নামেন এসইউসিআই এর গুটি কয়েক নেতা কর্মী সমর্থক। বনধের সমর্থনে গাজোল শহর এলাকায় মিছিল করেন তারা। এরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের নেতারা। বনধের জেরে বিভিন্ন সবজি দোকান বা দৈনিক বাজার খোলা থাকলেও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে বেসরকারি বাস চলাচল। ছোট কিছু গাড়ি এবং সরকারি বাস চলাচল করছে। তবে খোলা রয়েছে বিভিন্ন সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, পোস্ট অফিস। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে পুলিশও।বনধকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ালো কোচবিহার শহরের সাগরদিঘি চত্বরে। এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ বনধ সমর্থকেরা মিছিল করলে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। বেঁধে যায় ধস্তাধস্তি। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার জেলা আদালতের সামনে। সেখান থেকে বনধ সমর্থকদের আটক করা হয়। এরপর স্টেট ব্যাংকের সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে মহিলা বনধ সমর্থকদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এ প্রসঙ্গে এসইউসিআই নেতা নেপাল মিত্র বলেন, 'পুলিশ ধর্ষকদের গ্রেফতার করছে না। অথচ আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর হামলা করছে। সাধারণ মানুষ এর বিচার করবে।' অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতীম রায় সরকারি বাস ডিপো পরিদর্শন করেন।ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দিনহাটা শহরেও। এসইউসিআই নেতা-কর্মীরা মিছিল করতে গেলে দিনহাটা থানার সামনে তাঁদের আটকে দেয়। ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে পুলিশ ও বনধ সমর্থকেরা। ২৫ জন বনধসমর্থনকারীকে আটক করে দিনহাটা থানার পুলিশ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এসইউসিআই নেতা আজিজুল হক। তবে দোকানপাট, বাজারঘাট খোলা রয়েছে দিনহাটা শহরে।বনধের ফলে মাথাভাঙ্গা শহরে মিছিল করলো এসইউসিআই। অপরদিকে বনধ বিরোধিতায় মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। দুই দলের মিছিল মুখোমুখি স্লোগান ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শহরে। অন্যদিকে, অশান্তি এড়াতে শহর জুড়ে মোতায়ন ছিলো পুলিশ। তাই কোনও বড় ধরণের অশান্তি হয়নি।

হাইলাকান্দিতে শোক দিবস পালন

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : ২০০৪ সালে ধেমাঝি বিস্ফোরণে নিহত শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার হাইলাকান্দিতেও শোক দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জেলা আয়ুক্তের সভাকক্ষে আয়োজিত আধিকারিক ও কর্মচারীদের এক সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সন্ত্রাসবাদকে ধিক্কার জানিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির স্বপক্ষে সমবেত শপথ পাঠ করান জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে। এর আগে অস্থায়ী শহিদবেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে।

মনসা পূজা উপলক্ষে শনিবার এন আই অ্যাক্টে করিমগঞ্জ জেলায় স্থানীয় ছুটি ঘোষণা

করিমগঞ্জ (অসম) ১৬ আগষ্ট (হি.স.) : মনসা পূজা উপলক্ষে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত এক আদেশে ১৭ আগষ্ট, শনিবার সমগ্র করিমগঞ্জ জেলায় এন আই অ্যাক্টে স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন। এর ফলে রাজস্ব ও ম্যাজিস্টেরিয়াল কোর্ট সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরী পরিসেবা এর আওতায় থাকছে না। পাশাপাশি বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি পরীক্ষা অথবা কোন বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এই আদেশের ফলে প্রভাবিত হবে না এবং পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসারে যথারীতি চলবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্যাতিতার নাম ও ছবি প্রকাশ না করার আর্জি বিচারপতির

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম এবং ছবি প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করলেন বিচারপতি। আর জি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আরজি করে হামলার শুনানী হয় শুক্রবার। বিচারপতি মন্তব্য করেন, "আমরা অনুরোধ করছি মৃতাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা তাঁর নাম এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবেন না। সংবাদমাধ্যমও কোথাও তা প্রকাশিত করতে পারবে না। এটা করা যাবে না, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট আইন রয়েছে।"

প্রসঙ্গত, ধর্ষণের শিকারের নাম উল্লেখ ও ছবি ব্যবহার নিয়ে আদালতের আগেই একাধিক রায় দিয়েছিল। ২০২১-এ বিচারপতি অশোক ভূষণ, বিনীত শরণ এবং এম আর শাহের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, কোনও মামলায় যেন

জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা, ভোট প্রস্তুতি শুরুর কথা জানালেন ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১৬ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ৩ দফায় হবে বিধানসভায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। প্রথম দফার ভোট হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোট এবং ১ অক্টোবর তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট হবে। গণনা হবে আগামী ৪ অক্টোবর। ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই নির্বাচনী প্রস্তুতির কথা জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওম আব্দুল্লাহ।তিনি শুক্রবার বলেছেন, ৩ দফায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ১৯৮৭-১৯৮৮-এর পরে, এই প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন এত অল্প সংখ্যক পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স এই দিনের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমরা শীঘ্রই আমাদের নির্বাচনী প্রচার শুরু করব।'

করিমগঞ্জে শোক দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ১৬ আগস্ট (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও শুক্রবার শোক দিবস পালন করা হয়েছে। ধেমাজিতে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাশকতাকারীদের বোমা বিস্ফোরণে নিহত নিষ্পাপ জনগণের স্মৃতিতে রাজ্য সরকারের ২০০৪ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিবছর ১৬ আগস্ট এই শোক দিবস পালন করা হয়। এতে ১৬ আগস্ট, শুক্রবার সকাল ১১টায় করিমগঞ্জ জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব, ডিডিসি দীপক জিডুং, এডিসি ধ্রুবজ্যোতি দেব, ডিডিএমএ-র ডিপিও সিজু দাস সহ আধিকারিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে শোক দিবস উপলক্ষে অহিংসা ও সহিষ্ণুতার সমবেত শপথ বাক্য পাঠ করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জেলার প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। এদিকে শোক দিবস উপলক্ষে জেলার প্রতিটি রাজস্ব চক্র সহ অন্যান্য সব বিভাগীয় কার্যালয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অহিংসা ও সহিষ্ণুতার শপথ বাক্য পাঠ এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

৩ দফায় জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট; ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু, ৪ অক্টোবর ফল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে ৩ দফায় হবে বিধানসভায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। প্রথম দফার ভোট হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোট এবং ১ অক্টোবর তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট হবে। ফল ঘোষণা হবে আগামী ৪ অক্টোবর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম দফা ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট, দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য ৫ সেপ্টেম্বর এবং অন্তিম দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর।শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি আমরা জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পরিদর্শন করেছি।

মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চেয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটদান কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ কেবল পরিবর্তন চায় না, সেই পরিবর্তনের অংশ হয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে চায়। লোকসভা নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরের জনতা বুলেটের বদলে ব্যালট বেছে নিয়েছে।'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আরও বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে মোট ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে ৭৪টি সাধারণ, এসসি-৭ এবং এসটি-৯। জম্মু ও কাশ্মীরে মোট ৮৭.০৯ লক্ষ ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে ৪৪.৪৬ লক্ষ পুরুষ, ৪২.৬২ লক্ষ মহিলা, ৩.৭১ লক্ষ প্রথমবারের ভোটার এবং ২০.৭ লক্ষ তরুণ ভোটার। অমরনাথ যাত্রা ১৯ আগস্ট শেষ হবে এবং ২০ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।'

এক দফায় হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন ১ অক্টোবর, ফল ঘোষণা ওই মাসের ৪ তারিখ

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানায় এক দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১ অক্টোবর। হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৪ অক্টোবর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, হরিয়ানায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন স্ক্রুটিনি হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ১ অক্টোবর (বুধবার) এবং ৪ অক্টোবর (শুক্রবার) ফল ঘোষণা হবে।শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'হরিয়ানায় মোট ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে ৭৩টি সাধারণ, এসসি-১৭ এবং এসটি-০। হরিয়ানায় মোট ২.০১ কোটি ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে ১.০৬ কোটি পুরুষ, ০.৯৫ কোটি মহিলা, ৪.৫২ লক্ষ প্রথমবারের ভোটার এবং ৪০.৯৫ লক্ষ তরুণ ভোটার। হরিয়ানার ভোটার তালিকা ২৭ প্রকাশিত হবে।'হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই বিজেপি নেতা অনিল ভিজ বলেছেন, 'এটা ভালো ব্যাপার যে হরিয়ানায় নির্বাচন ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের দল ও কর্মীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত।' হরিয়ানা কংগ্রেস প্রধান উদয় ভান বলেছেন, 'আমরা স্বাগত জানাই এবং কংগ্রেস প্রস্তুত। কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে।' হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা বলেছেন, 'কংগ্রেস প্রস্তুত এবং সব শ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

দুল্লভছড়া বিউজি সেতুতে ১০টনের অধিক ওজন নিয়ে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম) ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আনিপুর-দুল্লভছড়া-জামুয়াং সড়কে দুল্লভছড়ায় দুই লেনের ৮/১ বিউজি (কাঠের সেতু) সেতুর নিচের স্টিল কাঠামোর দুর্বল অবস্থার জন্য ওই সেতুর উপর দিয়ে ১০ টনের অধিক ওজন নিয়ে সব ধরণের যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুণরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে বলে পূর্ত বিভাগের পাথারকান্দি ও রামকৃষ্ণনগর টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

নেতাজী প্লে ফোরামের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলায় খুঁটি পুজার আয়োজন করা হয়।

Page-3 and 5.pmd 1 16-08-2024, 08:54

• কাজের সন্ধান •

ত্রিপুরায়ও নিয়োগ, অনলাইনে পরীক্ষা ব্যাঙ্কে সাড়ে ৪ হাজার অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেপ্রবেশনারি অফিসারপদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় পি.ও পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৬টি ব্যাঙ্কের ৪৪৫৫টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ৮ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্‌দের ধারণা। এককথায়, প্রবেশনারি অফিসার পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। ঘোষিত ৪,৪৫৫টি শূন্যপদের মধ্যে ১৮৪৬টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, ওবিসি, এসসি ও এসটি প্রত্যেক প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৬৫৭টি পদ এসসি বা তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য, ৩৩২টিপদ এসটি বা তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য এবং ১১৮৫টিপদ ওবিসি'রজন্য এবং ৪৩৫টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিতরয়েছে। মোট শূন্যপদের মধ্যে ২০৫টি পদ আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ আগস্টের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতে বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডেরমূল্যায়নেরভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতেপারেন। স্কোরকার্ডযখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এইপরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৮-২০২৪ তারিখেরমধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ... ইত্যাদিগ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৮-২০২৪ তারিখেরহিসেবে ২০ থেকে৩০-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসিপ্রার্থীরা ৩ বছরেরযথারীতি বয়সেরছাড়পাবেন। এছাড়াও শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরেরছাড় পেয়েযাবেন। সেপ্টেম্বরে অথবা অক্টোবরে প্রিলিমিনারিপরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে। তবে কার, কবে পরীক্ষা-জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্‌ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করেআপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্তহয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হলঃ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ৮৮৫টি, কানাড়া ব্যাঙ্কে ৭৫০টি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ২০০০টি, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কে ২৬০টি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ২০০টি, পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে ৩৬০টি। প্রতিটি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত এবং সামগ্রিক অসংরক্ষিত শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে। পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারিপরীক্ষা। এতেসফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই নূন্যতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় (রাজ্য কোড ৪২), পশ্চিমবঙ্গের (রাজ্য কোড ৪৫) কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে, আসামের (রাজ্য কোড ১৪) গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে, ওড়িশার (রাজ্য কোড ৩৬) ভুবনেশ্বর, বেরহ্যামপুর, বালেশ্বর, কটক ও সম্বরপুরে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৪৭৬ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল এটেন্ডেন্ট ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র কললেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল এটেন্ডেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ৩১-০৭-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৬-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর জিআর/ পি/ রিক্রুট/ ২৪। তারিখ ১৭-০৭-২০২৪। তবে সারা দেশব্যাপী জোন অনুযায়ী এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বরও বিভিন্ন।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। বড় শহরগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — পোস্ট কোড (২০১) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (প্রোডাকশন) ঃ ৯টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ১৯৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৯টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৯টি, এসসি'র জন্য ২৪টি, এসটি'র জন্য ১৮টি এবং ওবিসি'র জন্য ৪৯টি পদ সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (২০২) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (পি এন্ড ইউ) ঃ ৬টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ৩৩টি। পোস্ট কোড (২০৩) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (পি এন্ড ইউ - ও এন্ড এম) ঃ ২টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ২২টি। পোস্ট কোড (২০৪) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ ৫টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ২৫টি। পোস্ট কোড (২০৫) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেকানিক্যাল) ঃ ৭টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ৫০টি। পোস্ট কোড (২০৬) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইন্সট্রুমেন্টাল) ঃ ৬টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ২৮টি। পোস্ট কোড (২০৭) ঃ জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল এনালিস্ট ঃ ৭টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ২১টি। পোস্ট কোড (২০৮) ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফায়ার সেফটি) ঃ ৭টি রিফাইনারির জন্য মোট শূন্যপদ ২৭টি। পোস্ট কোড (৩০১) ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ ৯টি অঞ্চল ও রাজ্যের জন্য ১৫টি। পোস্ট কোড (৩০২) ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেকানিক্যাল) ঃ ৪টি অঞ্চল ও রাজ্যের জন্য ৮টি। পোস্ট কোড (৩০৩) ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (টি এন্ড আই) ঃ ৯টি অঞ্চল ও রাজ্যের জন্য ১৫টি। পোস্ট কোড (৪০১) ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ ১২টি অঞ্চল ও রাজ্যের জন্য ৩০টি। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ট্রেড, টেকনেশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৩২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ ৯-১১ সেপ্টেম্বর, তবে নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র, কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট (জিপমার)**
শূন্যপদ ঃ ২০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, গ্রুপ-ডি (জাজ কোর্ট, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অনুবাদক/ ট্র্যান্সলেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবর/ নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ক্লার্ক, সিপাই (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (নিমস্, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ সি সিভিলিয়ান (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টি.জে.এস, গ্রেড থ্রি (ত্রিপুরা হাইকোর্ট)**
শূন্যপদ ঃ ১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনুবাদক, পিএ পদে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে অনুবাদক বা ট্র্যান্সলেটর সহ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইংরেজি বা হিন্দি নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (এসসি/এসটি - ৩৫, ওবিসি - ৩৩, শাঃপ্রঃ-৪০), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ঃ ২৫ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র - আগরতলা, অক্টোবর/ নভেম্বরে পরীক্ষা, তবে তারিখ স্থির হয়নি। কল লেটারে জানানো হবে।

মূল কথা হলো — অনলাইনে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো সহজ হলেও, অপেক্ষা করতে নেই। শেষ তারিখের যত আগে সম্ভব, আবেদন করে নিতে হয়। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত পাঠাতে গিয়ে আগে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন। হিন্দি অথবা ইংরেজি নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিসগুলোতে অনুবাদক বা ট্র্যান্সলেটর সহ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্বাইন্ড হিন্দি ট্র্যান্সলেটর এগজামিনেশন - ২০২৪-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এবছর অক্টোবর/ নভেম্বরে। নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, হিন্দি/ ইংরেজি বিষয় নিয়ে হলে অগ্রাধিকার পাবেন। ইংরেজি বা হিন্দি বিষয় নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২৪ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধবসীমা ৩৩ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩৫ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০ বছর। জুনিয়র ট্র্যান্সলেটর পদের মূল মাইনে ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা, সিনিয়র ট্র্যান্সলেটর পদের মূল মাইনে ৪৪,৯০০-১,৪২,৪০০ টাকা, সাথে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। সাধারণ হিসেবে বেতন প্রতি মাসে ৫০-৬০ হাজারের অধিক। এছাড়া, অতিরিক্ত হিসেবে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল গ্রুপ-এ ক্যাটেগরির। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৩১২টি। দপ্তরের প্রয়োজনে নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিকপ্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ২৫ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে সর্বভারতীয় স্তরে কম্বাইন্ড হিন্দি ট্র্যান্সলেটর এগজামিনেশন - ২০২৪ -এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এবছর অক্টোবর/ নভেম্বরে। তবে পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। পরীক্ষার ১৫ দিন আগে কল লেটার স্ট্যাটাস জেনে নিয়ে ৫ দিন আগে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রশ্নপত্র হবে ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ২টি বিষয়, ১০০ নম্বর করে এবং সময় ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ২ ঘন্টা বা ১২০ মিনিটের পরীক্ষা হলেও লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন। দ্বতীয় পত্রের পরীক্ষা নেওয়া হবে একই দিনে, ২০০ নম্বরের। দুই ঘন্টার জন্য ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে তবে প্রাপ্ত নম্বর মেধা-তালিকা তৈরির কাজে যোগ হবে না, মেধাতালিকা তৈরি হবে ডেসক্রিপটিভ টেস্টে সফল হওয়া প্রার্থীদের কেবল কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেকটিভ পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলার পাশাপাশি গুয়াহাটি এবং শিলংয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অনলাইনে আবেদনের সময় পছন্দমত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দরথাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া অনেক শ্রেয়। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়ার পাশাপাশি ডাকেও পাঠানো হতে পারে। তবে এই সার্টিফিকেট যাঁরা পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাকি থাকতে হাতে না পাবেন, তাঁরা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **ট্রেড, টেকনেশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরনথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ ৯-১১ সেপ্টেম্বর, তবে নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র, কল লেটারে জানানো হবে।

* জিপমার তথা মেডিকেল রিসার্চ-এ **টেকনেশিয়ান, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যের জাজ কোর্টে **এলডিসি, গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে। * ইন্ডিয়ান অয়েলে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সমস্ত অফিসে **অনুবাদক/ ট্র্যান্সলেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবর/ নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * সারা দেশের এইমস সমূহে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যের ব্যাঙ্কে **জুনিয়র ক্লার্ক, সিপাই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের নিমস্-এ **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যের হাইকোর্টে **এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **গ্রুপ সি সিভিলিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা হাইকোর্টে **টি.জে.এস, গ্রেড থ্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

১৫ আগষ্ট কর্পোরেটর রত্না দত্তের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না : মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ১৬ আগস্ট (হি.স): বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় এলে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসচিব মির্জা ফখরুল। তিনি বলেছেন, "বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মাটিকে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যা বিএনপির পক্ষ থেকে এর আগেও ভারতকে নিশ্চিত করা হয়েছে।' একইসঙ্গে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের কোনও নাগরিকই সংখ্যালঘু নয়। ভারতের বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারের সঙ্গে নিজের গুলশানের বাসভবনে একান্ত সাক্ষাতকার দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসচিব মির্জা ফখরুল। এই সাক্ষাৎকারেই তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে বলেছেন, কোনও দলের সঙ্গে নয়, ভারতকে সম্পর্ক রাখতে হবে জনগণের সঙ্গে।

হিন্দুস্থান সমাচার: বিএনপি ক্ষমতায় এলে ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে কি ধরণের নীতি হতে পারে?

মির্জা ফখরুল: বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মাটিকে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যা বিএনপির পক্ষ থেকে এর আগেও ভারতকে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিক একমুখী নীতির কারণে বাংলাদেশের জনগণ থেকে দূরে সরে গেছে। অথচ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ভারতকে মনে রাখতে হবে কোন দলের সঙ্গে নয়, তাদেরকে সম্পর্ক রাখতে হবে জনগণের সঙ্গে। সম্পর্ক তৈরি করতে হবে "পিপল টু পিপল"। আমরা মনে করি কেবল বিএনপির সঙ্গে নয়, সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। এতে দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি কোন বিষয় ভুল বোঝাবুঝি থাকলে সেটাও সমাধান করা সম্ভব হবে। এটা করেনি বলেই ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে পারছে না। হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে ১৫টি তেল গ্যাসের কূপ খননের কাজ আমেরিকাকে দেওয়ার ব্যাপারে বিএনপি-র কী অভিমত?

মির্জা ফখরুল: এই বিষয় আমার জানা নেই। এছাড়া এ ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নই। এই ধরনের কোনও কূপ আছে কি-না তাও জানা নেই।

হিন্দুস্থান সমাচার : বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ আমেরিকাকে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেবেন কি?

মির্জা ফখরুল: আমার মনে হয় আমেরিকাও সেন্টমার্টিন নেওয়ার ব্যাপারে কোনও দিন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। নিজের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য শেখ হাসিনা এটা প্রচার করছেন যে, সেন্টমার্টিন আমেরিকাকে না দেওয়ায় তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গণঅভ্যুত্থানের দায়ভার আমেরিকার উপরে চাপাতে চাইছেন তিনি।

হিন্দুস্থান সমাচার : নির্যাতন থেকে বাঁচাতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় কোন আইন করা হবে কি?

মির্জা ফখরুল: বিএনপি বাংলাদেশের কোনও নাগরিককে সংখ্যালঘু মনে করে না। এই দেশের নাগরিক কেউ সংখ্যালঘু নয়। তবে বিএনপি ক্ষমতায় এলে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের সুরক্ষায় আইন করার ব্যাপারে দলের সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা করা হবে। আর বর্তমানে দেশব্যাপী হিন্দুদের বাড়িঘর-মন্দির পুড়িয়ে দেওয়ার যে ঘটনা ঘটছে এর সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই বরং জড়িত। এছাড়া ছাত্র হত্যার দায়ভার থেকে নিজেদের বাঁচাতে বিদেশীদের কাছে হিন্দুদের নির্যাতনের মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

এসইউসি-র ১২ ঘন্টার বনধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া, নানা জায়গায় অশান্তি

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার মৃত্যুকে ঘিরে এসইউসি-র ১২ ঘন্টার বনধের জেরে শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের নানা জায়গায় অশান্তি দেখা দেয়। ধর্মঘটের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে এসইউসি। সকাল থেকেই রাস্তায় এসইউসিআই কর্মী-সমর্থকরা। কেশিয়াড়ি, বেলদায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ধর্মঘটীদের। কোচবিহারে ধর্মঘট ঘিরে দফায় দফায় উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ধর্মঘটীদের। এদিন সকালে হাজরা মোড়ে এসইউসি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।

এদিন ভোর থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার একাধিক জায়গায় ওভারহেডের তারে কলাপাতা ফেলার অভিযোগ ওঠে। রেললাইনে বসে চলে বিক্ষোভ। যার জেরে ব্যাহত পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

সিউড়ির নেতাজি বাসস্ট্যান্ডে একের পর এক দাঁড়িয়ে থাকে বহু বেসরকারি বাস। একাধিক দোকানপাট বন্ধ। জলপাইগুড়িতেও বেসরকারি বাস পরিষেবায় ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। চলে সরকারি বাস। খোলা স্কুল। একে একে খুলতে শুরু করে দোকানপাট। বসে বাজার। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে টহল দেয় পুলিশ। বারাসতের কলোনি মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা। তবে মোটের উপর স্বাভাবিক ছিল যান চলাচল।

আর জি কর-কান্ডে উদ্ভুত পরিস্থিতে বড় সিদ্ধান্ত প্রযোজনা সংস্থার

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও আবির চট্টোপাধ্যায়ের ছবি বাবলি মুক্তি পেয়েছে স্বাধীনতা দিবসের দিন। শুক্রবার তার বিশেষ প্রিমিয়ারের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। তবে এবার সেই কাজ থেকে বিরত থাকল প্রযোজনা সংস্থা।

সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ছবির বিশেষ প্রিমিয়ার বাতিল করা হচ্ছে। ছবি প্রেক্ষাগৃহে চলছে, যদি কেউ মনে করে, পছন্দ হয়, তবে যেন ছবিটি তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখেন।

মাঙ্কিপক্স নিয়ে জরুরি সতর্কতা জারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, কঙ্গোয় মৃত ৪৫০

জেনেভা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আফ্রিকায় ক্রমশ বাড়ছে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। রিপাবলিক অফ কঙ্গোয় ইতিমধ্যেই মাঙ্কি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৫০ জন। ইতিমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ নিয়ে গোটা বিশ্বে জরুরি সতর্কতা ঘোষণা করা হয়েছে।মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় এই ভাইরাসের প্রকোপ মারাত্মক আকারে বেড়েছে। মাঙ্কি ভাইরাসের বেশ কিছু উপরূপ দ্রুত হারে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হচ্ছে, আর সেই কারণেই চিন্তা বাড়ছে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী মহলে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানেও ৩ জনের শরীরে মাঙ্কিপক্সের সন্ধান মিলেছে।

৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব; সেরা হিন্দি ছবি গুলমোহর, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ঋষভ শেট্টি

মুম্বই, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ঘোষিত হল ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজেতাদের নাম। শর্মিলা ঠাকুর এবং মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত "গুলমোহর" ছবি সেরা হিন্দি চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে। প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেতা হয়েছেন ঋষভ শেট্টি, কান্তারার ছবির জন্য সেরা অভিনেতার শিরোপা পেয়েছেন ঋষভ শেঠি। যুগ্মভাবে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন নিথ্যা মেনন (থিরুচিত্রমবলম) ও মানসী পারেখ (কচ্ছ এক্সপ্রেস)। সম্প্রতি, ফিল্মফেয়ার সাউথ অ্যাওয়ার্ডে এই ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও জিতেছেন নিথ্যা মেনন। ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা সঙ্গীত পরিচালক (নন ফিচার) হয়েছেমন বিশাল ভরদ্বাজ (ফুরসত)। সেরা চিত্রনাট্য মোনো নো আওয়ারে (কৌশিক সরকার)। সেরা সম্পাদনা (নন ফিচার) সুরেশ ইউআরএস (মাধ্যনতারা)। সেরা সিনেম্যাটোগ্রাফির জন্য পুরস্কৃত সিদ্ধার্থ দিওয়ান (মোনো নো আওয়ারে)। সেরা সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম (ব্রক্ষ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান শিবা)।

"রাজ্য কী করেছে", আর জি করে হামলা প্রসঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন আদালতের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : "রাজ্য কী করেছে? ওই ঘটনার পরে সতর্কতা হিসাবে কী করেছে পুলিশ?" আর জি করে হামলা প্রসঙ্গে শুক্রবার আদালত রাজ্যের উদ্দেশে এই প্রশ্ন করে।

১৪৪ ধারা জারির প্রয়োজন ছিল কি না দেখেছেন? এত বড় ঘটনা। চিকিৎসকরা ধর্না দিচ্ছেন। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ হচ্ছে। এই মন্তব্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, "এটা রাজ্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। পুলিশ নিজেদের কর্মীদের রক্ষা করতেই পারেনি।"

কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের বেঞ্চে আর জি করে হামলার ঘটনা নিয়ে নতুন মামলা করা হয়। আর জি কর-কাণ্ড নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল হাই কোর্টে। বুধবার রাতে হাসপাতালে হামলার ঘটনায় নতুন করে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জরুরি শুনানির আর্জি জানান মামলাকারীরা। আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

আর জি করে হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যকে আদালত প্রশ্ন করে, 'এ সব কী হচ্ছে?' জবাবে রাজ্যের আইনজীবী জানান, আন্দোলন চলাকালীন আচমকা প্রায় সাত হাজার মানুষ হাসপাতালে ঢুকে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ ভাঙচুর চালান। পুলিশও সেই হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। তবে, মূল ঘটনাস্থলে কিছু হয়নি। সেখানে পৌঁছতে পারেননি হামলাকারীরা।

ঘটনায় পুলিশের গোয়েন্দাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "সাধারণত ১০০ জনের জমায়েত হলেই গোয়েন্দারা নজর রাখেন। সাত হাজার মানুষের জমায়েতে তাঁরা কী করছিলেন? এত লোকের জমায়েত হল আর পুলিশের গোয়েন্দারা কিছু জানলেন না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

৭০-৮০ জন না সাত হাজার, আক্রমণকারী কতজন, প্রশ্ন আদালতের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্য সরকারের আইনজীবীর ব্যাখ্যা ছিলো, বুধবার রাতে আর জি কর হাসপাতালে আন্দোলন চলাকালীন আচমকা প্রায় সাত হাজার মানুষ হাসপাতালে ঢুকে পড়েন। আবার মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কথায়, ৭০-৮০ জন হাসপাতালে ভাঙচুর করেছে। শুক্রবারের শুনানীতে পরস্পরবিরোধী এই মন্তব্যে আদালত প্রশ্ন করলো, ৭০-৮০ জন না সাত হাজার, আক্রমণকারী কতজন?

বিকাশরঞ্জনবাবুর সওয়ালের পর বিচারপতি তাঁর উদ্দেশে বলেন, "আপনারা এবং রাজ্য জমায়েতের দু'রকম কথা বলছে। ৭০-৮০ জন হামলাকারী যদি এটা করে থাকে, তা হলে তাঁদের উদ্দেশ্য কী?

বিকাশবাবু বলেন, "আর জি করে হামলার পর পুলিশ কমিশনার বলেছেন, সারা শহর জুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। আমরা কী করতে পারি? অর্থাৎ, পুলিশের তরফে কোনও সমর্থন নেই! কমিশনারের বক্তব্যের ভিডিয়ো রেকর্ড রয়েছে। এ সব কী হচ্ছে? সরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর করা হচ্ছে!"

আর জি কর-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তার পরেই দেখা যায়, সেমিনার হলের কাছে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ভেঙে ফেলা হচ্ছে একটি ঘর। কেন তা করা হল? আদালতে প্রশ্ন তোলেন বিকাশবাবু।

মুহাম্মদ ইউনূসের ফোন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে চর্চা উভয়ের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এই ফোন করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই জানিয়েছেন। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে একটি টেলিফোন কল পেয়েছি। বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের জন্য ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাংলাদেশে হিন্দু এবং সমস্ত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।'

সেমিনার হল ভাঙায় 'তাড়াহুড়ো' নিয়ে রাজ্যের হলফনামা চাইল আদালত

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য তড়িঘড়ি সেমিনার হল ভাঙার কাজ শুরু করার অভিযোগ উঠেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে।

ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালত এও জানিয়েছে, সিবিআই ডাকলে তাদের ওখানে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন আরজি করের সেমিনার হল ভাঙা নিয়ে রাজ্য এবং মামলার আবেদনকারীদের হলফনামা জমা দিতে বলেছে আদালত।

একই সঙ্গে বুধবার মধ্যরাতের ঘটনা সামলাতে পুলিশ যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে আগামীদিনে এমন ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কলকাা পুলিশ কী পদক্ষেপ করবে তাও লিখিত আকারে জানতে চেয়েছে আদালত।

খুলে গেল অমৃত উদ্যান, সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান সর্বসাধারণের জন্য শুক্রবার থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের দর্শনের জন্য আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে অমৃত উদ্যান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন অমৃত উদ্যানের সূচনা করেছেন। দর্শকরা এই উদ্যান থেকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন স্মারকও সংগ্রহ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইট থেকে টিকিট পাওয়া যাবে। ১৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, এই সময়ে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য খোলা থাকবে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাগান।

শুক্রবার ইউনাইটেডের ম্যাচ দিয়ে শুরু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম

ম্যানচেস্টার, ১৬ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ ফুলহ্যাম। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচটি শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০টায়।উদ্বোধনী ম্যাচে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ফুলহ্যাম। এই নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ টেন হ্যাগ ভাবছেন না। রক্ষণে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে সম্ভাব্য ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে স্কোয়াড সাজাচ্ছেন তিনি। ফুলহ্যামও চাইছে এই ম্যাচ জিতে শুরুটা ভালো করতে। সেই লক্ষ্যে ইনজুরিমুক্ত দল নিয়ে মাঠে

মহারাষ্ট্রে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হল না, কারণ জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর ভোটগ্রহণ হবে। হরিয়ানা রাজ্যে এক দফায়, ১ অক্টোবর হবে ভোট। কিন্তু, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করা হল না।

কেন ঘোষণা করা হল না, তা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, 'গতবার মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হয়েছিল। সেই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর একটি ফ্যাক্টর ছিল না, কিন্তু এইবার এই বছর ৪টি নির্বাচন এবং এর পরপরই পঞ্চমতম নির্বাচন রয়েছে, যা জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি দিয়ে শুরু হবে। বাহিনীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, আমরা একসঙ্গে ২টি নির্বাচন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্য কারণটি হল, মহারাষ্ট্রে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং সেখানে বেশ কয়েকটি উৎসবও আসন্ন।'

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে নামী স্কুলের প্রাক্তনীদের প্রকাশ্য পদযাত্রার

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এই প্রথম কোনও স্কুলের প্রাক্তনী সংগঠনে প্রকাশ্য পদযাত্রার প্রস্তাব দেওয়া হলো। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া প্রস্তাবে সমর্থন মিলেছে বিস্তর। তবে সংগঠনের তরফে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত দিনক্ষণের খবর পাওয়া যায়নি।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের প্রাক্তনীদের গ্রুপে এখানকার এককালের পড়ুয়া সপ্তর্ষি ব্যানার্জি লিখেছেন, "যদিও এই গ্রুপে এই ধরনের আবেদন হয়তো নিয়মবিরুদ্ধ, তাও সময়ের প্রয়োজনের হিসাবে একটু নিয়ম ভাঙলাম, দুঃখিত।

একজন ডাক্তার হিসেবে এবং একজন মেয়ের বাবা হিসাবে আমার স্কুলের দাদা ও ভাইদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখছি।আমরা কি পারি না অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার বুকে একটা প্রতিবাদ মিছিল করতে? বালিগঞ্জের সব প্রাক্তনী, তাদের পরিবারবর্গ, বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষকরা মিলে একটা বিকেল কল্লোলিত করে তুলতে পারি না ধিক্কার ধ্বনিতে?একটু ভেবে দেখুন প্লিজ।"পোস্ট করার তিন ঘন্টা বাদে, শুক্রবার বেলা দুটোয় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৮২ জন। অনেকেই প্রস্তাবিত পদযাত্রায় অংশ নেওয়ায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। শারীরিক বা বিশেষ কারণে অংশ নিতে না পারার কথা জানিয়ে কেউ কেউ স্বাগত জানিয়েছেন এই পরিকল্পনাকে।

প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, রাহুল দেববর্মণ প্রমুখ অসংখ্য বিখ্যাতর স্মৃতিমাখা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ১৯২৭ সালে ১০০ বছর পূর্ণ করবে। তাদের তরফে পদযাত্রা বার হলে বিষয়টির একটি বিশেষ মাত্রা থাকবে বলে মনে করেন অনেকে।

"আমাদের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করছেন", সন্দীপ ঘোষকে ভর্ৎসনা আদালতের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): "আপনি খুবই ক্ষমতাশালী। আপনি আমাদের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করছেন। বাড়িতে শান্তিতে থাকুন। না হলে বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেব।"আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদ থেকে গত সোমবার ইস্তফা দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তার পর তাঁকে অন্য হাসপাতালে নিযুক্ত করা হয়। মঙ্গলবার হাই কোর্ট তাঁকে লম্বা ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। শুক্রবারের শুনানি চলাকালীন তাঁর উদ্দেশআইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি ওপরের মন্তব্য করেন। তাঁর আইনজীবী আদালতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে বলেন, "আমার মক্কেলকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। সিবিআইয়ের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করেছি। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় বাহিনী, যে কোনও সংস্থাকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিক আদালত।" পুলিশি নিরাপত্তার সঙ্গে দ্রুত শুনানি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সন্দীপবাবু। দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে সোমবার ফের আবেদন করার কথা জানায় আদালত। আদালত বলে, "আপনি চাইলে পুলিশের কাছেই নিরাপত্তা পাবেন। যদি তা না পান পরে আমাদের বলতে পারেন। সবটাই আমাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। আপনি চিন্তা করবেন না।"

আর জি কর-কাণ্ডে 'পাশে থাকার' ধন্যবাদ জানিয়েও তোপের মুখে পুলিশ

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে হামলার ঘটনায় গ্রেফতারের সংখ্যা জানিয়ে ও পাশে থাকার জন্য, ভরসা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েও আমজনতার অনাস্থার মুখে কলকাতা পুলিশ। সাধারনত সামাজিক মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের পোস্টকে স্বাগত জানান নেটনাগরকরা। কিন্তু আর জি কর-কান্ডে চোখে পড়ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি।

এ দিন কলকাতা পুলিশ লিখেছে, "পরশু রাতে আর জি কর হাসপাতালে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছি আমরা, যাদের মধ্যে পাঁচজনকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখে চিহ্নিত করেছেন আপনারা। বাকি হামলাকারীদের খোঁজও আমরা খুব দ্রুতই পাব বলে আমাদের বিশ্বাস। আরও একবার অনুরোধ, গতকালের পোস্ট থেকে আর কাউকে শনাক্ত করতে পারলে অনুগ্রহ করে জানান। পাশে থাকার জন্য, ভরসা রাখার জন্য ধন্যবাদ।" শুক্রবার বেলা ১০টা ১০ পর্যন্ত ৩৯৩ জনের মন্তব্য এসেছিলো এই পোস্টে।

প্রতিক্রিয়ায় গৌতম মুখার্জি লিখেছেন, "একটা কথা জানতে চাই, আপনারা এই যে পোস্ট দেন ফেসবুকে, তার কমেন্টগুলো পড়েন?" ডঃ অপরাজিতা রাজ মিত্র লিখেছেন, "আমি শুধু ভাবি এই ব্রেন ওয়াশিংটা কোন স্কুলে শেখানো হয়?" মানস হালদার লিখেছেন, "এরা যেই হোক, যে দলের সাথে যুক্ত হোক, সাংবাদিক সম্মেলনে করে ওদের পরিচয় প্রকাশ করা হোক।"

কাকলী রায় লিখেছেন, "গ্রেফতার তো করেছেন বুঝলাম...কিন্তু সত্যিটা জনসমক্ষে আনতে পারবেন যে এই দুষ্কৃতীরা কারা এবং কার নির্দেশে ওই রাতে আর জি করে ভাঙচুর চালিয়েছে? উপর মহলের চাপে সত্যিটা তো আড়ালেই থেকে যাবে...তাহলে আর কী লাভ হবে গ্রেফতার করে? আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষ হলেও সব সত্যিটাই বুঝতে পারছি... সেদিন পুলিশের নিস্ক্রিয় ভূমিকাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই ঘটনার পেছনে কারা আছে...জনগণ বোকা নয় ... কারণ কলকাতা পুলিশ এতোটাই দক্ষ যে তাদের কাছে ওই ভাঙচুর ঠেকানোটা নিছক এক মিনিটের কাজ...এই বিশ্বাস ও আস্থা কলকাতা পুলিশের ওপর আছে। কিন্তু সেদিনের ঘটনায় এটাই মনে প্রশ্ন জাগছে যে কেন পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিলো না হাসপাতাল ভাঙচুর করার আগে? চেষ্টা করলেই সেটা তারা পারতো।"

সজল চৌধুরী লিখেছেন, "কলকাতা পুলিশ কি এই ভুল করবে বলে মনে হয়?" মনোজিৎ নামে একজন লিখেছেন, "আর জি কর-কান্ডের পর কলকাতা পুলিশের উপর মানুষের ভরসা উঠতে শুরু করেছে, ব্যাপারটা দেখবেন!"পার্থসারথী বিশ্বাস লিখেছেন, "যারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করে তারা দেশবিরোধী; রঙ না দেখে ন্যায় বিচার হোক।"

সৌম্য চৌধুরী লিখেছেন, "কোন রঙের পতাকার বাহক, সেটা জানান, তবেই তো কে সত্যি কে মিথ্যা প্রমাণ হবে। মানুষকে বুঝতে সাহায্য করুন, আপনারা তো মানুষের সাহায্যর জন্যই আছেন।" সৌমিত্র চ্যাটার্জি লিখেছেন, "কারা এই আন্দোলনকারী? এরা কাদের মদতপুষ্ট? জানান!"

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৮ ডলার। যদিও, সরকারি ক্ষেত্রের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) শুক্রবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১৫ ডলার বা ০.১৯ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮০.৮৯ এ প্রবণতা করছে।

একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.২২ ডলার বা ০.২৮ শতাংশ কমে ৭৭.৯৪ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে।

মহানন্দা ব্যারেজ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।সূত্রের খবর, এদিন সকালে মহানন্দা ব্যারাজের ১ নম্বর লকগেটে একটি মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপরই ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহানন্দা ব্যারেজ থেকে দেহ উদ্ধার করে। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ শনাক্ত করতে ব্যস্ত।

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে জয়নগরস্তিত নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২৪তম রক্তদান শিবির এর আয়োজন করা হয়েছে এই শিবিরে ২৫ জন রক্ত দাতা রক্ত দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত ৬ জন দৃষ্টিহীন ও রক্ত দিয়েছেন এর সাথে এলাকার কম আয়যুক্ত পরিবারের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৫জন ছেলে মেয়েকে সংবর্ধনা দিয়েছেন সাথে কিছু অর্থরাশি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলো মেয়র ইন কাউন্সিল তুষার কান্তি ভট্টাচার্যএবং ৩৪ নং ওয়ার্ডের পৌর পরিষদ জাহ্নবী দত্ত মজুমদার মহোদয়া।

বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে কনজিউমার ক্লাবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: রাজ্যের ১০০টি স্কুলে কনজিউমার ক্লাব 'গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যেই এ ধরনের ক্লাব গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে খাদ্য দপ্তর।খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সহযোগিতায় রাজ্যের ১০০ টি বিদ্যালয় ভিত্তিক ' কনজিউমার ক্লাব' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে 'খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সহযোগিতায় কনজিউমার ক্লাব' এর শুভ সূচনা করলেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী।এছাড়াও স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন'। সেদিন এধরনের কনজিউমার ক্লাব গঠনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন তারা।

পরিবেশ রক্ষাসহ বিভিন্ন দাবিতে ইন্ডিয়া মার্চ ফর সাইন্স আগরতলা অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ইন্ডিয়া মার্চ ফর সাইন্স আগরতলা অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার সিটি সেন্টার থেকে একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সিটি সেন্টারের সামনে থেকে পদযাত্রাটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।

এদিনের এই পদযাত্রা থেকে কমিটির কনভেনার রাজু আচ্যার্জি বলেন, ৯ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত গোটা দেশ ব্যাপী বিভিন্ন দাবিতে এই পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে শুক্রবার এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মূলত জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন এবং শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণায় কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ু এবং রাজ্যবাজেটের ৩০ু বরাদ্দের দাবিতে, পরিবেশ রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন, সংবিধানের ৫১এ(এইচ) ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার, শিক্ষাখাতে ও বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কুসংস্কারাছন্ন চিন্তার প্রসার বন্ধের দাবিতে এদিনের এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বামছাত্রযুব সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিনের এই মৌন প্রতিবাদ মিছিল থেকে প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে যেভাবে খুন করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাতেই আঙুল তুলেছেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী। তিনি বলেন, গত ৯ আগস্ট নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটে গেলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ ছিলেন এতদিন। গতকাল তিনি এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। নির্যাতিতার পরিবারকে ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হবে বলে জানান মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু সঠিক বিচার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করেনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি তুলেছেন প্রদেশ মহিলা মোর্চার নেতৃত্বরা।

আর জি কর হত্যাকাণ্ড ও শিক্ষক খুনের ঘটনায় রাজপথে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন।আর জি কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসক খুন ও উদয়পুরের শিক্ষক খুনে যারা জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এদিন আগরতলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন। মিছিলটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মেলার মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

এদিনের মিছিল থেকে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, দুইটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিনের এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হচ্ছে। আরজিকর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যে এক শিক্ষককে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ এবং চিকিৎসকেরও মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। দুটি ঘটনাতেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নবারুণ দেব।

আর জি কর কান্ডে অপরাধীদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী সহ ৬ দফা দাবিতে সরব হয়েছে বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। আজ কমিটির উদ্যোগে শহরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

কমিটির এক মহিলা বলেন, কোলকাতা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত একজন জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশ এখন ক্ষোভে উত্তাল। যে অমানবিক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে মহিলা চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে। তাই বাঙালী মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই সঙ্গে ঘটনায় যুক্ত সমস্ত অপরাধীদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। বাঙালী মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি জানানো হয়েছে। সেগুলো হল, ফাষ্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে নারীঘটিত যে কোন ঘটনায় যুক্ত অপরাধীর বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্যে কর্মক্ষেত্রেও নারীদের সংরক্ষনের ব্যবস্থা,বিদ্যালয়স্তর থেকেই জুডো, ক্যারাটে ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদেরকে নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষায় স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। পাশাপাশি, টিভি, সিনেমা ও সাহিত্যে অশ্লীল, যৌন উদ্দীপক সমস্ত বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বন্ধ করা এবং উদয়পুরে নিহত শিক্ষক অভিজিত দে-র খুনে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে ও পরিবারে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ একজনকে সরকারী চাকুরি দিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বাংলাদেশের হাসিনার ঘনিষ্ট সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান ৮ দিনের পুলিশ রিমান্ডে

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানী ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী শাহজাহান আলীকে হত্যা মামলায় হাসিনার ঘনিষ্ট গ্রেপ্তার প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের আট দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরফাতুল রাকিবের তার রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপ-পরিদর্শক মো. সজিব মিয়া তাকে আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। জিয়াউল আহসানের পক্ষে তার বোন অ্যাডভোকেট নাজনীন নাহার রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার আট দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে এনটিএমসিএর প্রাক্তন মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানকে আদালতে আনা হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেত এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চাকরিচ্যুত জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে ফোনে আড়িপাতা ও গুমের অভিযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার পতনের পরদিন ৬ আগস্ট মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়া মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান ২০২২ সাল থেকে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি ওই সংস্থার পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। জিয়াউল আহসান র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালকও ছিলেন।

তুলাকোনা সেবা ধামে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: রাজ্যে ১০৮টি শিব মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধর্মীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন তুলাকোনা সেবা ধামে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এদিন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট পুরোহিত গৌতম মিশ্রা। এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। শ্রাবণ মাসে ভগবান শিবের জন্ম মাস। এই মাসটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে আগরতলা তুলাকোনা সেবা দামে ভগবান শিবের মাথায় জল ঢ়ালেন এলাকার মা বোনেরা। পরিশেষে কন্যা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার সহ অন্যান্যরা। শিবলিঙ্গে জল ঢেলে বিধায়িকা অন্তরা দেব বলেন রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করে এদিন পূজো দেওয়া হয়েছে। তুলাকোনা সেবা দামে ভগবান শিবের মন্দিরে ভক্তবৃন্দের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়ে এদিন।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ফটিকছড়া চা বাগানে ফল মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ফটিকছড়া চা বাগানের আবাসিকদের মধ্যে জামাকাপড় ফল মিষ্টি ইত্যাদি তুলে দিয়েছে হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষেই এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ফটিকছড়া চা বাগানের আবাসিক দের মধ্যে জামা , কাপড় সহ ফল ,দুধ মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিষ্টার এডমিন প্রদীপ চক্রবর্তী , এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সভাপতি সন্দীপ দে , এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি উত্তম কুমার সাহা সহ , অনান্য সদস্য, সদস্যরা। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনেও এ ধরনের সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবে বলে তারা জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য সচিব

● প্রথম পাতার পর

ডায়ালাইসিস ইউনিটে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ান থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে, ডায়ালাইজারের একাধিক ব্যবহারের কারণে রোগীর কাঁপুনি এবং অন্যান্য অসুবিধে দেখা দিচ্ছে কিনা এ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও নিম্নমানের পরিষেবারও অভিযোগ উঠেছিল। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের নজরে এই বিষয়গুলি আসার পর অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। উল্লেখ্য ডায়ালাইসিস ইউনিটে এই মুহূর্তে একসঙ্গে ২২ জনের ডায়ালাইসিস করার বন্দোবস্ত রয়েছে। প্রতি শিফটে তিনজন ডায়ালাইসিস রোগী পিছু একজন টেকনিশিয়ান থাকার কথা। বর্তমানে ছয় জন টেকনিশিয়ান রয়েছেন। এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে সাতজন করার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। ডায়ালাইসিসের সময় রোগীর কাঁপুনি হওয়া এবং ডায়ালাইজারের একাধিক ব্যবহার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয় ।এক বার ডায়ালাইজার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ক্কছজ্ঞথও সঞ্জীবনী মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের কর্মচারীরা যাতে রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন সেদিকেও নজর দিতে বলা হয় ।এদিকে মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী ডায়ালাইসিসের ইউনিটে নেফ্রোলজিস্ট যাতে নিয়মিত পরিদর্শন করেন তার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে স্বাস্থ্য সচিব মেডিসিন ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে সেখানে আরো শয্যার বন্দোবস্ত করার জন্য এবং স্ট্যান্ড ফ্যান পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিখিল চন্দ্র রায় কে মেডিসিন ওয়ার্ড এবং আই ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয় সংস্কার যথাশীঘ্র সম্ভব করার জন্য নির্দেশ দেন । মেডিসিন ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় মেরামতি ও সংস্কারের মাধ্যমে আরো শয্যার ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেটা সুনিশ্চিত করতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ।পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ কুমার সাহা, মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী, উপ অধিকর্তা গিডিওন মলসুম, ডাঃ বিকাশ দেববর্মা, ডাঃ রাজেশ দেববর্মা, অরুণাভ দাশগুপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিখিল চন্দ্র রায় প্রমুখ ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ।এদিকে ডায়ালাইসিস ইউনিটে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, আনুমানিক একশ রোগী প্রতিদিন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালেডায়ালাইসি গ্রহণ করেন ।জল ছাড়া ডায়ালাইসিস করার অভিয়োগটি রোগীর পক্ষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা মাত্র। কারণ জল ছাড়া ডায়ালাইসিস করা যায় না। বেশ কয়েকবার রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহ দূর করার জন্য নেফ্রোলজিস্টের মাধ্যমে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অনেক সময় অপর্যাপ্ত ট্রঞ্জ জলের কারণে ডায়ালাইসিস মেশিনগুলি কয়েক মিনিটের জন্য চালু রাখার কারণে সন্দেহটি তৈরি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ।ডায়ালাইসিসের সময় কাঁপুনি হওয়ার অভিযোগের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিসে ব্যবহৃত জলের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য, এজেন্সি দ্বারা ডায়ালাইসিসে ব্যবহৃত জলের নমুনা ঙ্গঢছ দপ্তরের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। ডায়ালাইসিস ক্যাথিটারের সংক্রমণ কমানোর জন্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে প্রতি পনেরোদিনে পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।ডায়ালাইজারের একাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেসংস্থাটিকে একাধিকবার একটি ডায়ালাইজার ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ নির্দেশিকা অনুসারে ডায়ালাইজার বহু সময় (আনুমানিক ৭ বার) বা একবার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডায়ালাইজারের একাধিক সময় ব্যবহারের নিজস্ব সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ মাত্র এক বার ডায়ালাইজার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডায়ালাইসিস এর সময় রোগী যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং এ বিষয়ক অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ রাজেশ কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: অটো ও ড্রজারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন অটো চালকের। সাথে সাথে অটো চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া আলুর স্টোর সংলগ্ন এলাকায় জাতীয়সড়কে টি আর ০৮ এ ৩৪৩৩ নাম্বারের অটো ও টি আর ০৮ ডি ১৭২৭ নাম্বারের ড্রজারের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে অটো চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।অটো চালক মিঠুন দাস জানিয়েছেন, ড্রজারের ভুলের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে। অটো চালকের পক্ষ থেকে বাইখোড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ আগস্ট:৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইমারজেন্সি ব্লাড সার্ভিস এবং বিশালগড়ের বাপ্পীরাজ ফার্নিচারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ইমারজেন্সি ব্লাড সার্ভিস এবং বাপ্পিরাজের কর্মকর্তারা উক্ত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্য তপন দাস, বিশালগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাবুল সাহা, সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সাপতি ভবতোষ ঘোষ সহ আমন্ত্রিত অতিথিগন।

শিবিরে ২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করতে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধক বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন রক্তদান পবিত্র কাজ। এ ধরনের সেবামূলক পবিত্র কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলে এই সমাজ একদিন সুস্থ সুন্দর হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য ইমারজেন্সি ব্লাড সার্ভিস গ্রুপ ২০১৯ সাল থেকে মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ইবিএস গ্রুপের সদস্য রয়েছে। যখনই কারোর রক্তের প্রয়োজন হয় এই গ্রুপের সদস্যরা নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসে রক্ত দান করেন।

চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

কার্যকর হবে। তবে, রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, রোগীদের স্বার্থে ইমার্জেন্সি বিভাগে ওপিডি পরিষেবা চালু থাকবে। ওইদিন ওপিডির নির্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন না। তবে, ইমার্জেন্সি বিভাগে সমস্ত রোগের চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন। জায়গায় সংকুলানের কারণে ভিড় কিছুটা বেশী হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে রোগীদের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত জরুরী পরিষেবা আগামীকাল চালু থাকবে। ফলে, কেমোথেরাপি এবং ডায়ালাইসিস পরিষেবা অন্যান্য দিনের মতোই চালু রাখা হবে। তিনি জানান, জরুরী ভিত্তিতে ছাড়া কোনো ধরণের অস্ত্রপ্রচার রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে হবে না। এই সিদ্ধান্ত জিবিপি এবং আইজিএম হাসপাতাল সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা, মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

তিনি বলেন, কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের সাথে নারকীয় ঘটনায় সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বইছে। চিকিৎসক কূলের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে সর্মথন করা এবং নানাবিধ অসুবিধা মেনে নেওয়ার জন্য রোগী ও তাঁদের পরিবারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

শিক্ষক খুন কান্ডে পুলিশ ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থার দাবিতে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: শিক্ষক হত্যা মামলায় পুলিশ ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থার দাবিতে কংগ্রেস কর্মীরা উদয়পুরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। র্পবতী সময়ে তাদের এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

এক কংগ্রেস কর্মী জানিয়েছেন, গত ৮ আগস্ট রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন উদয়পুর আই এস অফিসের বিপরীতে অবস্থিত তৈবান্দাল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক অভিজিৎ দেকে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড স্থিত টং দোকানের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে অসুস্থ করে।ঘাতক দুই মূল অভিযুক্ত উদয়পুর পোলট্রি রোড এলাকার জয়ন্ত সাহা ও শংকর কর্মকার। পরে শিক্ষক অভিজিৎ-এর স্ত্রীকে খবর দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সামনে অমানুষিক নির্যাতন ও আঘাত করে উদয়পুর পোলট্রি রোড এলাকার শংকর রাম কর্মকার, জয়ন্ত সাহা সহ আরো অনেকে। শিক্ষক অভিজিৎ দের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের পর অভিযুক্ত শংকর ও জয়ন্ত রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ অভিজিৎকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন নয় আগস্ট দুপুরে পক্সো আইনে আদালতে তোলা হলে আদালত অভিজিৎ-এর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে অভিজিৎ-এর জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু তারপর তাকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

তাঁর অভিযোগ, অভিজিৎ -কে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার পরও তাকে চিকিৎসা না করে আদালতে তোলা হয়েছিল। যার কারনে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে। তাই পুলিশ এবং চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবিতে উদয়পুরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

রাতের আধারে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল তথা কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, পরিদর্শনে কংগ্রেস নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: গতকাল গভীর রাতে এডি নগরস্থিত বাগান বাড়ির কংগ্রেস কর্মী তথা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল কুলদীপ বাহাদুর রায়ের বাড়িতে দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালিয়েছে। কর্পোরেটর অলক রায়ের নেতৃত্বে হামলা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

অভিযোগ গত তিনদিন পূর্বে কুলদীপ বাহাদুর রায়ের ছেলে দেবব্রত বাহাদুর রায়কে কংগ্রেস করার অভিযোগে মারধর করে। সেই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গতকাল দুপুরে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য বাড়িতে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয়। মামলা তুলে না নেওয়ায় গতকাল রাতে কর্পোরেটর অলক রায়ের নেতৃত্বে বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে আমতলী থানার পুলিশ।

কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন,ঠাকুর ঘর থেকে শুরু করে রান্নাঘর চুরমার করে দেয় দুষ্কৃতীরা। তিনি এসপি সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এসপি বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। অবিলম্বে যেন দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করা হয় তারও আবেদন রাখেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

যথাযথ ভাবে পরিষেবা যুগিয়ে যাওয়া।

দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নতুন নতুন উচ্চতায় দেশকে উন্নীত করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যারা ছোটখাটো সাফল্যকে আত্মতুষ্টির দৃষ্টিতে দেখে থাকেন আমরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম হতে চাই না। কারণ আমাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি বিষয়ে নতুন নতুন জ্ঞান অহরণের ইচ্ছা, সংকল্প ও অধ্যাবসায়, যাকে সম্বল করে আমরা সাফল্যকে এক নতুন শিখরে নিয়ে যাতে পারি। যেসমস্ত মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেন তাদের থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মানুষের মানসিকতা যদি বিপদগামী হয় তার থেকে বড় কোন আশঙ্কা ও উদ্বেগের বিষয় হতে পারে না। তাই, এই সমস্ত মানুষের সংসর্গ আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আশাবাদই মূল পাথেয়। আত্মতুষ্টি বা নৈরাশ্যবাদের সেখানে কোন স্থান নেই। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ১৪০ কোটি দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন এবং এই কাজে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই, এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তুলতে আমি আগ্রহী যা হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ ভাবে ভয় ও দুর্নীতি মুক্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাংবিধানিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৫টি বছর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর আস্থা স্থাপন করেছে। দেশের দলিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। তাই, সংবিধানের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রতিটি নাগরিকের উচিত জাতীয় কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও সাফল্যের কথাও এদিন সংক্ষেপে বিবৃত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছি। তাই, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শৌর্য ও সাহসিকতায় গর্ব অনুভব করেন ১৪০ কোটি ভারতীয় নাগরিক। অন্যদিকে, ফিনটেক ক্ষেত্রে ভারত তার সাফল্যের জন্য বিশেষ ভাবে গর্বিত। দেশে মাথা পিছু আয় ও উপার্জন দ্বিগুণ করে তোলার কাজেও আমরা সফলতা অর্জন করেছি। এমনকি, কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রেও দেশ নিত্যনতুন রেকর্ড স্থাপন করে চলেছে। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে নানা ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা আমরা নিরন্তর রেখেছি। সেই কারণে বিশ্বের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি এখন আর কোন ভাবেই পিছিয়ে নেই। সাধারণ মানুষ বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কাছে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অনুশিল্পের উন্নয়নেও ব্যাঙ্কগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত এক দশকে আমরা পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করেছি। রেল, বিমান পরিবহণ, বন্দর ও সড়ক ব্যবস্থা সংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের তৃতীয় মেয়াদকালেও ভারত যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠতে চলেছে এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই লক্ষ্য পূরণে তিনি আরও তিন গুণ বেশি শক্তি নিয়োগ করতে সংকল্পবদ্ধ।

দেশের কৃষি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন তথা রূপান্তর এই মুহূর্তে যে একান্ত জরুরী একথা ঘোষণ করে শ্রী মোদী বলেন যে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কৃষকদের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ, মাতা বসুন্ধরার সেবা করার লক্ষ্যেই কৃষিজীবী মানুষ প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

শ্রী মোদী বলেন, জি২০-র সাফল্য থেকে একথাই প্রমাণিত যে বড় বড় যেকোন ধরনের আন্তর্জাতিক বৈঠক ও সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনের ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রকে তিনি এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা কখনই অন্যের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠবে না। কারণ, ভারত হল ভগবান বুদ্ধের দেশ। তাই, যুদ্ধ বিদ্রোহের পথ আমাদের কাম্য নয়। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যে অনতিবিলম্বে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এ আশাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একটি প্রতিবেশী দেশ রূপে ভারত সর্বদাই অন্যের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে। তবে, বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলি যে শান্তি ও কল্যাণের পথ অনুসরণ করবে এই আশা ভারতের রয়েছে। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে শান্তির বাণী যা আমাদের অঙ্গীকার পূরণের পথকে আলোকিত করেছে।

দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে গ্রাম ব্যবস্থায় ২ লক্ষ পঞ্চায়েতকে ইতিমধ্যেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সিক্স জি প্রযুক্তি বাস্তবায়িত করতে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে চলেছি। যার সাফল্য বিশ্ববাসীর কাছে এক আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রী মোদী বলেন, দেশের মহাকাশ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটতে চলেছে। বেসরকারি প্রচেষ্টায় রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি চন্দ্রায়নের সাফল্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক নতুন উৎসাহ ও আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ভারত যে বর্তমানে একটি অগ্রণী দেশ হয়ে উঠেছে একথাও আজ গর্বের সঙ্গে ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করতে আমরা সংস্কার প্রচেষ্টার পথ বেছে নিয়েছি। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং দেশের তরুণ ও যুবসমাজের স্বপ্ন ও সংকল্পের বাস্তবায়নেও আমরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়েছি। দেশের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার বাইরে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমূল সংস্কার সাধনের পথ আমরা অবলম্বন করেছি। আগামী ৫ বছরে দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ৭৫০০০ অতিরিক্ত আসন যুক্ত করা হবে তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য। অন্যদিকে, নতুন শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে ২১ শতকের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। ভারতের সুপ্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নততর পঠন-পাঠন ও গবেষণা প্রচেষ্টাকে আমরা উৎসাহিত করতে আগ্রহী।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি। অনেক বাধা অতিক্রম করেছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি। আজ আমরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। আমাদের সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

তার কথায়, আমাদের এই এগিয়ে চলার অভিমুখ আমাদের অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব এবং সুশাসনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশ সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, এবং আমাদের যুবকদের ক্ষমতায়নে জন্য রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ।

ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার যে রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, কিন্তু এই প্রাপ্ত সাফল্যের নিরিখে আমরা থেমে থাকছি না। এক সুনির্দিষ্ট সমতাভিত্তিক এবং স্পন্দনশীল সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা রাজ্যেকে পরিচালনা করতে চাই, যেন এ রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকসমৃদ্ধ হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বেশ কিছু রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সেগুলির কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি:-দুই অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করেছি। বাণিজ্যিক সংস্কার ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নাগরিকদের জন্য একটিঅনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমাদের ই-অফিস কার্যকরের উদ্যোগটি রেকর্ড সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৯২ শতাংশ গ্রামে ৪ও সংযোগের সুবিধা লাভ হয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সুশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে'-র আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আই ও টি , সাইবার নিরাপত্তা, ৫ও প্রযুক্তি এবং ড্রোন প্রযুক্তির মতো উন্নত কোর্সের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুব সমাজ ভবিষ্যতে উপযোগী দক্ষতায় সমৃদ্ধ হবে ও আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে।

শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে আমরা মূলত আলোকপাত করছি — কৃষির উপর শ্রমশক্তির নির্ভরশীলতা ৫০ শতাংশ হ্রাস করার উপর। পার্শবর্তী দেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে পর্যটন দ্বারা ওঅন্তত ১৫ শতাংশ অবদান নিশ্চিত করা। সেচের আওতায় ৮০ শতাংশ চাষযোগ্য এলাকা অর্জন। পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং লজিস্টিক সেক্টরে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলঃ ১৫০ কিলোমিটার নদীর নাব্যতা সৃষ্টি করা। সমস্ত রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, নদী বন্দর, পর্যটন স্থান, ইকো পার্ক, আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে চার লেন সড়ক যোগাযোগ তৈরি ঘটানো। রাজ্যে অতিরিক্ত বিমানবন্দর চালু করা ও লজিস্টিক সেচের আওতায় ৮০ শতাংশ চাষযোগ্য এলাকা অর্জন। ১৫০ কিলোমিটার নদীর নাব্যতা সৃষ্টি করা। সমস্ত রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, নদী বন্দর, পর্যটন স্থান, ইকো পার্ক, আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে চার লেন সড়ক যোগাযোগ তৈরি করা।

তিনি বলেন, রাজ্যে অতিরিক্ত বিমানবন্দর চালু করা ও লজিস্টিক পরিষেবার বিকাশ ঘটানো। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে যা করতে চাই, তা হলঃ বনজ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা। খুব ঘন বনের পরিমাণ অন্তত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা, যাতে ও প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বনাঞ্চলে জলাশয় আড়াই গুণ বৃদ্ধি এবং * আগর কাঠের অর্থনীতি ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা।

প্রাইমারি সেক্টরে : ৭৫শতাংশ কৃষিজ ফসলকে আওতায় আনা সমস্ত প্রধান ফসলের জন্য উৎপাদনশীলতা তিনগুণ করা কৃষকদের আয় ৫ গুণ বাড়ানো কৃষি সহায়তা চার গুণ বৃদ্ধি, মাছের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি এবং উচ্চ মূল্যের মাছের উৎপাদন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।সামাজিক ক্ষেত্রে: সমস্ত বিদ্যালয়ে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক ল্যাব প্রদান করা। সমস্ত স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণারত শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ চালু করা। একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।ত্রিপুরায় স্পেশালিটি এবং সুপার স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন করা। ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যকে অগ্রণী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা।শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজতর এবং অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরী করতে স্বাগত পোর্টাল চালু করা হয়েছে যা, নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। তরুন উদ্যোগপতিদের জন্য যুব ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা নামে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

প্রাঙ্গন

বিশ্বজিতের গোলে টাউন ক্লাবকে নকআউট করে লালবাহাদুর কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন চমকের মধ্য দিয়েই চলছে শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট। নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচেও চমক। নূন্যতম গোলে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে। নক আউট হতে হয়েছে ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাব কে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার সন্ধ্যায় নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা যেন আরও জমে ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় বিশ্বজিৎ দেববর্মার গোল লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার এক - শূন্যতে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে এক দিকে লাল লাল বাহাদুর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা প্রতিরোধ গড়তে থাকে। অপরদিকে টাউন ক্লাবের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক খেললেও গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ পায়নি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বজিতের গোলটি লাল বাহাদুরের জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পায়। উপরন্ত টাউন ক্লাবের জন জমাতিয়া ও ভক্তিপদ জমাতিয়া রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ড দেখে সতর্ক হোন। দুর্দান্ত জয়সূচক গোলের সুবাদে স্ট্রাইকার বিশ্বজিৎ দেববর্মা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং, অভিজিৎ দাস, অসীম বৈদ্য ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিবেণী সংঘ ও জুয়েলস এসোসিয়েশন।

NOTICE INVITING e-TENDER for "Supply of Book Stacks, Almirah & Water Purifier for Birchandra State Central Library (BCSCL) and its Branch Libraries Throughout the State of Tripura, Govt.of Tripura", Under Birchandra State Central Library (Department of Higher Education), Government of Tripura.
Interested bidders may see & download the detailed notice of the Request for Proposal (RFP) from the portal https://tripuratenders.gov.in/. The e-bidding to be made only through https://tripuratender.gov.in. Offline proposals will not be accepted. Last date of submission of tender is 28.08.2024, till 5.00 PM.
Tender ID 2024_BSCA_51446_1
ICA/C-1143/24

(DILIP KR. DAS)
Head Librarian& Head of Office, Birchandra State Central Library, Agartala,

মেট্রিক্স আয়োজিত ইন্ডিপেন্ডেন্স দাবা-য় চ্যাম্পিয়ন হায়ুং, শিবম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হল হায়ুং দেববর্মা এবং শিবম প্রতাপ পাল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আন্ত: মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায়। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিস বাড়িতে হয় আসর। তাতে আকাদেমির আগরতলা এবং উদয়পুর শাখার ৪০ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। দু বিভাগে ৪ রাউন্ডের হয় খেলা। বিগেনার্স বিভাগে ৪ রাউন্ডে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় হায়ুং দেববর্মা। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে অরিজিৎ চক্রবর্তী, উদয়পুর শাখার দেবসত্য শর্মা, শৌনক চক্রবর্তী এবং আরিয়ন চক্রবর্তী। এডভাঞ্চ বিভাগে অপরাজিতভাবে প্রথম স্থান দখল করে শিবম প্রতাপ পাল। সমসংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে সঙগীত দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে তৃতীয় থেকে দেবতীর্থ দাস, আরমান ব্যানার্জি এবং বিনীত গোস্বামী। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন আকাদেমির অভিভাবকরা। আসর পরিচালনা করেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। আসরকে ঘিরে ব্যাপর উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কোচ কিরীটী দত্ত। এদিকে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্তী নিয়োগ করা হবে আকাদেমিতে বলে জানান কোচ। ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের ৭০০৫২৯১৯৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: কঠিন গ্রুপে মোহনবাগান, প্রতিপক্ষ কারা

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ কঠিন গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুনের সঙ্গে রয়েছে কাতারের ক্লাব আল ওয়াকরাহ এসসি, ইরানের ক্লাব ট্র্যাক্টর এফসি এবং তাজাকিস্তানের এফসি রাভশান। সম্ভাব্য সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে ইরানের ক্লাব ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ হতে পারে ১৭ বা ১৮ সেপ্টেম্বর। আর অ্যাওয়ে ম্যাচ হতে পারে ২৬ বা ২৭ নভেম্বর। ১ বা ২ অক্টোবর অ্যাওয়ে ম্যাচে তাজাকিস্তানের রাভশানের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ৩ বা ৪ ডিসেম্বর হোম ম্যাচে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও রাভাশান। কাতারের ক্লাব আল ওয়াকরাহের সঙ্গে অ্যাওয়ে ম্যাচে মোহনবাগান খেলতে পারে ২২ বা ২৩ অক্টোবর।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
PNIe-T- No: 04/Div-II/AMC/2024-25 Dated:-13/08/2024

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No:12/ DIV-II/AMC/ 2024-25	Rs. 5,93,607.00	Rs. 11,872.00	60 (Sixty) days
2	DNIe-T No:13/ DIV-II/AMC/ 2024-25	Rs. 5, 7,613.00	Rs. 10,75200	60 (Sixty) days

Last date and time for document downloading/bidding: 27-08-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer, Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

"Short Notice Inviting Quotation"(2nd Call)

The CDPO Rajnagar, Rajnagar ICDS Project invites sealed cover quotation from the bona-fide resourceful Co-operative Society/LAMPS/PACS/SHGS/Mahila Mandals etc. for procurement of Masoor Dal for the purpose of Supplementary Nutrition Programme(SNP) for FY 2024-25. The sealed cover quotation for procurement of Masoor Dal should reach to the Office of the undersigned on or before 1.00 P.M on 21-08-2024 & the quotation will be opened on same day after 1.00P.M The terms and condition for the Co-operative Society/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandals etc. for submitting quota tion for Masoor Dal for FY-2024-25 are available at 0/0 the CDPO, Rajnagar ICDS Project, South Tripura, on all working days during the hours from 11:00 A.M to 3:00 P.M from the date of publication of this Quotation. Interested bidders are requested to collect terms and condition & the application forms (Format-1) from 0/0 the CDPO Rajnagar by depositing Rs 200/- in cash along with photo copy of the registration of the firms/organization to cash section of the undersigned. Organization who have deposited Rs-200/- for application forms (Format-1) once will not have to pay again.
ICA/C/1139/24

Sd/-(Bishnu Pada Pal)
CDPO Rajnagar ICDS Project.
South Tripura.

Press Notice Inviting e-E.O.I. (Abridged)
No.e-06/AGRI/EE(MECH)/2024-25

On behalf of the Governor of Tripura, Executive Engineer, Mechanical Division, Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala, invites separate E.O.I from Manufacturer or Authorized Dealer or Distributor (for the State of Tripura) having facility to take after-sale service in all the 8 (Eight) nos. of District of Tripura for Empanelment of Vendor for supply of "Manual Paddy Weeder" facilitate the farmers for procurement under assistance of different subsidy schemes by Department of Agriculture & F.W, Government of Tripura through website https://tripuratenders.gov.in up to 09/09/2024 (at 03:00 PM) as per terms & condition of DNIEOI.
ICA/C-1146/24

(Er. Sumanta Nandi)
Executive Engineer(Mech.)
Department of Agriculture & F.W Office lane, Agartala, Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 19(2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms/Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl No	Name of Work.	Estimated cost Earnest Money	Time for completion	Last Date of selling Last Date of receiving (up to 3.00 PM)
1	Procurement of 1.5sq.mm, 2.5sq.mm PVC conductor wire for fittings and fixing of LED Street light fittings and maintenance of LED street light fittings under Agartala Municipal Corporation	Rs. 2,38,300.00 Rs 4,766.00	10(Ten) Days	21-08-2024 23-08-2024

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 21-08-2024.

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO. 48/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated: 09/08/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Firm / Enlisted Contractors having experience in Vertical Type Split AC works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service centre in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	**Standard, installation & commissioning of Vertical AC machines in the Front lounge area of Pragna Bhavan, Gurkhabasti, Agartala during the auspicious visit of Union Home Minister, G.O.I, Union Minister MoDONER, GoI, other Union Ministers, Governors, Chief Ministers, Chief secretaries of 8 NE States and other high official's of Govt. of India in the event of 72nd Plenary of NEC August 2024, at Agartala.** DNIeT No. 38/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25.	Rs 87346.00	Rs17,507.00	Rs 1000.00	7(Seven) Days	Up to 3:00 PM on 20/08/2024	At 3:30 PM on 20/08/2024

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in this tender is called under AMC area
ICA/C/1135/24

Executive Engineer
Mechanical Division,
PWD, Agartala

NOTIFICATION FOR COUNSELING OF GNM (M/F) & ANM (F) CANDIDATES FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-25

The counseling (Centrally) of GNM (M/F) & ANM (F) candidates for the admission in to GNM (M/F) & ANM (F) courses for the session 2024-25 academic year will be conducted at Karl Land Steiner Auditorium, AGMC & GBP Hospital premises on 22-08-2024 for GNM (M/F) and 23-08-2024 for ANM (F) at 12.00 noon onwards from the common merit list of candidates who have appeared in interview. The schedule is given as follows:-

Counseling date	Counseling for GNM (M/F) candidates for 2024-25 academic session — List of user I D of registered candidates					Venue of Interview
22-08-2024 at 12.00 noon		U2024061715713	U2024061715699	U2024062015924	U2024062015966	Karl Land Steiner Auditorium, AGMC & GBP Hospital premises, Agartala, Tripura West.
	U2024061215231	U2024061415474	U2024062116006	U2024062015916	U2024062216123	
	U2024061215215	U2024061415523	U2024062216161	U2024061715740	U2024061315365	
	U2024061215200	U2024061415506	U2024062216157	U2024061415630	U2024062116030	
	U2024061715770	U2024061415433	U2024061915869	U2024062115996	U2024061215246	
	U2024061215242	U2024061215100	U2024061515585	U2024061215263	U2024061615671	
	U2024062216160	U2024061415530	U2024061415471	U2024061415424	U2024061815604	
	U2024061415516	U2024061615601	U2024061215233	U2024061415478	U2024061315343	
	U2024062216147	U2024061415517	U2023062312114	U2024061315288	U2024061815796	
	U2024061315380	U2023062312195	U2024061415439	U2024061715706	U2024061215198	
	U2024062015606	U2024061215227	U2024061715719	U2024062015952	U2024061415512	
	U2024061515573	U2024061515562	U2024061315375	U2024061015108	U2024061615690	
	U2024061215244	U2024062516278	U2023062612834	U2024061215258	U2024062115981	
	U2024061215202	U2024061715704	U2024061415470	U2024061915868	U2024061315299	
	U2023070413204	U2024061415509	U2024061415412	U2024061415480	U2024061315338	
	U2024061315284	U2024062116056	U2024061515603	U2024061915836	U2024062116066	
	U2024061515574	U2024061315305	U2024062716318	U2024062116039	U2024062116028	
	U2024061615663	U2023070113026	U2024061215151	U2024061915825	U2024061215185	
	U2024061715714	U2024062015969	U2024062116018	U2024061415438	U2024061315300	
	U2024061315289	U2024061815820		U2024062316217	U2024061615681	
	U2024061415415	U2024062216152	U2024062015928	U2024061315277	U2024062216077	
	U2024062216174	U2024061115121	U2024061415397	U2024062316239	U2024061215225	
	U2024061415450	U2024061215221	U2024061415475	U2024061315296	U2024061315316	
	U2024061215167	U2024061915836	U2024061615816	U2024061415449	U2024063016364	
	U2024061215177	U2024062316192	U2024061215178	U2024061515576	U2024061915834	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(B).

Counseling date	Counseling for ANM (F) candidates for 2024-25 academic session — List of user I D of registered candidates					Venue of Interview
23-08-2024 at 12.00 noon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Karl Land Steiner Auditorium, AGMC & GBP Hospital premises, Agartala, Tripura West

This Notification & Merit list are published in official website of DME www.dme.tripura.gov.in and displayed in the Notice Board of Directorate of Medical Education, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala.
All the candidates shall have to attend the aforesaid counseling for GNM (M/F) and ANM (F) on 22-08-2024 & 23-08-2024 on schedule date with the following documents in original & one sets of photocopies of documents positively & reporting time is 10.30 am to 12 noon :-
1). Online Registration Acknowledgement.
2). PRTC.
3). H.S (+2) stage or equivalent examination pass Mark sheet for GNM (M/F) & ANM (F) candidates.
4). If any ANM passed candidates from INC and SNRC recognized institutions apply for GNM course they should submit Mark sheet of ANM (F) Course positively.
5). Admit card of Madhyamik Examination.
6). ST/SC Certificate (If applicable).
7). If any disability certificate of locomotors to the tune of 40% to 50% of lower extremity must be submit positively.
8). WESM Certificate (Ward of Ex-Service Men), if applicable.
9). 04 (Four) copies of colour passport size photo.
ICA/D/633/24

Director of Medical Education
Government of Tripura

কলেজ অফ এগ্রিকালচার, ত্রিপুরার ছাত্ররা (১৯ জন ছাত্র এবং ২ জন ফেকাল্টি মেম্বার) আজ তেলেঙ্গানায় রাজভবনে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব ভার্মার সাথে দেখা করেছেন। তারা স্টাডি ট্যুরে গেছেন। রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব ভার্মা তাঁদের আগামীকাল রাজভবনে মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ড. ইউনূসের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ফোনালাপ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার টেলিফোন করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেছেন। এসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে অভিনন্দন জানান।

ফোনকলের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই আপনি টুইট করেছিলেন, এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং সেদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার ছিল ভারতে স্বাধীনতা দিবস।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রতি শুভকামনা ব্যক্ত করেন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বের

প্রশংসা করে বলেন, তিনি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। তিনি বলেন, ড় ইউনূসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তার নেতৃত্ব বাংলাদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। ফোনালাপে ড় মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে নয়াদিল্লিকে আশ্বস্ত করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয় উত্থাপন করলে প্রধান উপদেষ্টা জানান, তাঁর সরকার সংখ্যালঘুসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুরক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রতিবেদনগুলো অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের বাংলাদেশে এসে সরজমিনে সংখ্যালঘু সুরক্ষার বিষয়ে প্রতিবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে এবং সারাদেশে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অধ্যাপক ইউনূসকে আগামীকাল নয়াদিল্লিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিটে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। প্রধান উপদেষ্টা ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ছাত্র আন্দোলনের ফলস্বরূপ অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব এবং তাঁর সরকার ছাত্র ও জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তাঁর সরকার সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নবনির্বাচিতদের শংসাপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ আগস্ট: শুক্রবার বিকালে সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে ১৭ জন জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেয়া হয়। ১৭ জন সদস্যের মধ্যে সাতজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। বাকি দশ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন।

১৭ জন সদস্য সদস্যারা হলেন সাগরিকা দেববর্মা, সুপ্রিয়া দাস দত্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রুকেয়া বেগম, সুমিত্রা দাস, রাজকুমার দেবনাথ, সীমা ভৌমিক, জহরলাল ঘোষ, মিনাক্ষি দাস, বেলা দেবনাথ, বিশ্বজিৎ দাস, পুষ্প ভৌমিক, বাবুল চন্দ্র দাস, পিন্টু আইচ, মিলানের নেছা, প্রসেনজিৎ ঘোষ, সঞ্জয় সরকার। বিজয়ী সদস্য ও সদস্যারা প্রত্যেকে শাসক দল বিজেপির। বিজয়ের শংসাপত্র হাতে পেয়ে প্রত্যেক সদস্য সদস্যারা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেন যারা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে প্রত্যেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। সকল সদস্য সদস্যারা এই জেলার উন্নয়নে মিলেমিশে কাজ করবে।

চাকুরী মেলায় ৪৯ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: শুক্রবার আগরতলা অফিস লেনে এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এন্ড ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং অফিসে এক চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় লোক নিয়োগের লক্ষ্যেই এ ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আজ আগরতলা অফিস লেইন, এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এন্ড ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং অফিসে চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সাতটি বিভিন্ন সংস্থায় প্রায় ৪৯ জনকে নিয়োগ করা হবে। সেই বিষয়ে চলে এদিন ইন্টারভিউ ,জানালেন অধিকর্তা।সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বেকারদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় কাজের সুযোগ করে দিতেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করছে বলেও তারা দাবি করেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ আগস্ট: মেথির মিয়া রাস্তা ও মানিক ভান্ডার স্টিল ব্রীজ বেহাল দশার কারনে মানিক ভান্ডার -- দাবাং, মেথির মিয়া ভায়া নাগবংশী, চলুবাড়ি ,মরাছড়া রাস্তা ওইসব গ্রামের গ্রামবাসীরা সকাল ৮ থেকে সেখানকার রাস্তা অবরোধ করেন। দীর্ঘ ৯-১০ বছর ধরে মানিক ভান্ডার মেথির মিয়া, দারাং নাগবংশী, চলুবাড়ি সহ বিভিন্ন গ্রামের যাতায়াতের ধলাই নদীর উপর একমাত্র স্টিল ব্রীজ জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। প্রতিদিন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, রোগী সহ নিত্য কাজে মানুষ দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে। ওইসব গ্রামের রাস্তা গুলি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত সংস্কার নেই। রাস্তার মধ্যে পুরাতন কার্পেটিং , ম্যাটেলিং উঠে বড় বড় গর্ত হয়ে আছে।

যার ফলে জনসাধারন যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচন্ড দুর্ভোগে পড়েন। অতিষ্ট হয়ে গ্রামবাসীরা মানিক ভান্ডার ধলাই নদীর উপর স্টিল ব্রীজের কাছে। চলুবাড়ি চৌমাথায় রাস্তা ৪ঘন্টা যাবত অবরোধ করে রাখেন। এর ফলে জনদুর্ভোগে চরমে উঠে। তুমুল বৃষ্টিতেও দীর্ঘ ৬ ঘন্টা অবরোধ করা পর খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিসিএম বিজয় ত্রিপুরা অবরোধ স্থানে আসেন।এর পর বৃষ্টির মধ্যে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দাবীগুলি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুরন করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এবিষয়ে ডিসিএম বিজয় ত্রিপুরা বলেন, স্টিল ব্রীজের টেন্ডার হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে। রাস্তার অবস্থা খারাপ। রাস্তা মেরামতের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে এই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

তেলিয়ামুড়া হরি রাধা বিদ্যামন্দির পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ আগস্ট: শুক্রবার তেলিয়ামুড়া হরি রাধা বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি মূল্যবোধের শিক্ষা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুষ্কি এলাকায় হরি রাধা বিদ্যামন্দির। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় এক ভিন্ন ধর্মী শিক্ষা এবং ধর্মীয় ভাবাবেগের মিশ্রণ সংক্রান্ত পরিমণ্ডল তৈরি করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখে চলেছে।শুক্রবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে ঘিরে ব্যাপক প্রশাসনিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় গোটা এলাকা তথা শহর জুড়ে। রাজ্যপাল সহ স্থানীয় বিধায়িকা তথা রাজ্য সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ যাদব ,জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন , তেলিয়ামুড়া মহকুমার এবং খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলার পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে প্রকৃত অর্থে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি রাজ্যপাল এই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে কিভাবে মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার নিয়ে সরকার কাজ করে চলেছে সেই বিষয়ে রীতিমতো দৃষ্টান্ত আকারে তুলে ধরে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করল আগরতলা প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ই আগস্ট : ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস যথাযত মর্যাদায় উদযাপন করল আগরতলা প্রেস ক্লাব। সকালে ক্লাব প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রবীণ সহ নবীন সদস্য সদস্যারা।এর পর গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত। তাছাড়া ঐদিন সন্ধ্যায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্লাবের সদস্য সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হয় প্রীতি সম্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে রাজ্যের সনামধন্য প্রতিষ্ঠান সিস্টার স্পাইসেস এর কর্ণধার উত্তম পালকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় প্রদান করে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঙ্কিতা রায়, স্নিগ্ধা রায়, সুশোভন ভট্টাচার্য ও সুমন বাউল।

যন্ত্রানুসঙ্গীতে ছিলেন পার্থসারথী ঘোষ,ধনঞ্জয় সরকার, পলাশ

আচার্য ও তমাল দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রাহুল লোধ ও শেষাদ্রী দাসগুপ্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি জমিয়ে উপভোগ করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রবীণ ও নবীন সদস্য সদস্যাদের পরিবার পরিজনরা।

নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের দুর্গাপূজার খুঁটি পূজা ও কাঠামখিলি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের দুর্গাপূজার খুঁটি পূজা ও কাঠামখিলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুঁটি পূজা ও কাঠামখিলি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্লাব সদস্য সদস্যা সহ এলাকার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যা সদস্য সহ এলাকার সকল অংশের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ক্লাব কর্মকর্তারা জানান, এবছরের থিম হচ্ছে রূপ থেকে রূপান্তর। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এবারের পূজো অনুষ্ঠিত হবে জানালেন পূজা কমিটির সম্পাদক।এদিন তিনি বলেন, প্যান্ডল তৈরী করবেন নদিয়া থেকে আগত ভৌমিক ডেকোরেটর। প্রতিমা তৈরী করবেন পঃ ত্রিপুরার মৃৎশিল্পী শৈলেন দাস এবং আলোকসজ্জায় থাকবেন স্থানীয় শিল্পী।

পূর্ণাঙ্গ তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে ২৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম প্রদান করবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ১৬ আগস্ট: আগামী ২৩ শে আগস্ট ষষ্ঠ তফশিলি দিবস। এদিন পূর্ণাঙ্গ তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হবে।শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন আইপিএফটি নেতৃত্বরা। নেতৃত্বরা জানান, তিপ্রা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিগত বছরগুলোর ন্যায় আগামী ২৩শে আগষ্ট, ২০২৪ইং ভারতের রাজধানী দিল্লীর যন্তর-মন্তরে তিপ্রাল্যান্ড দাবী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধানের ২ ও ৩ নং ধারা অনুসারে টিটিএ-এডিসিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ তিপ্রাল্যান্ড রাজ্যে উন্নীতকরণের দাবী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-র নিকট পুনরায় মেমোরান্ডাম সাবমিট করা হবে।

কালাপানিয়ায় আক্রান্ত প্রার্থীদের বাড়িতে বাম নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ আগস্ট: গত ১২ই আগস্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গননার রাত্রে সোনামুড়া মহকুমার কালাপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআই(এম) প্রার্থী জসিম উদ্দিন এবং মিনু বেগমের বাড়ি ঘর ভাংচুর করে শাসক বিজেপি দলের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি।তারা সিপিআই(এম) প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে ঘরের টিনের বেড়ায় দা দিয়ে কুপিয়ে কেটে দেয়, ঘরে থাকা বিভিন্ন আসবাব পত্র ধ্বংস করে। এমনকি তাদের ব্যবহৃত মোটর বাইকও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে জসিম উদ্দিন পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ড থেকে এবং মিনু বেগম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যদিও তাদেরকে সিপিআই(এম) থেকে প্রার্থী না হতে বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে শাসক বিজেপি দলের তরফে বার বার হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু শাসকের সেই হুমকি বা রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেও তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এর ফল স্বরূপ তাদেরকে শাসক বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হতে হয় বলে অভিযোগ। তাদের বাড়ি ঘর ভাংচুর করা হয়। ফলে গোটা ঘটনাটির নিন্দা জানিয়েছে সিপিআই(এম) সোনামুড়া কমিটি।পাশাপাশি শাসক বিজেপি দলের এমন জঘন্যতম ঘটনাকে এক প্রকার বর্বরতার সামিল বলে জানান সিপিআই(এম) নেতৃত্বরা। নেতৃত্বরা শুক্রবার আক্রান্তদের বাড়িতে যান এবং গোটা ঘটনার তদন্ত করে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবী জানান। এইদিনে পরিদর্শন কালে ছিলেন বিধায়কশ্যামল চক্রবর্তী, সিপিআই(এম) সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রতন সাহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অহিদুর রহমান, রবীন্দ্র নগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মিজান মিঞা, সোনামুড়া পশ্চিম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক কাউসার আহামেদ, মহকুমা কমিটির সদস্য মোঃ হানিফ সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।

ঊনকোটি জেলায় বিশেষজ্ঞশল্য চিকিৎসকগণ রোগীনির পিত্তথলিতে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

কৈলাসহর, ১৬ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ স্বাধীনতা দিবসের দিন এক রোগীনির সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। কৈলাশহরের বাসিন্দা ৩২ বছর বয়স্ক ওই মহিলার পেটে অসহ্য ব্যথা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপসর্গ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগছিলেন। এই সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। বহির্বিভাগে চিকিৎসকরা রোগীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হন। তখন সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ শুভ্রনীলয় দাস রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখেন, তার গলব্লাডারে ফুটো রয়েছে এবং বড় মাপের পাথর রয়েছে। রোগী আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হওয়ায় তাকে আগরতলায় জিবিপি বা আইজিএম হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে পরিষেবা গ্রহণে তারা অসমর্থ ছিল। ফলে জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার একান্ত আবশ্যক হয়ে পরে। এই অবস্থায় হাসপাতালের সার্জন মহিলার জীবন বাঁচাতে ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ১৫ তারিখ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ শুভ্রনীলয় দাসের নেতৃত্বে গঠিত একটি মেডিকেল টিম রোগীর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে ছিলেন জেনারেল সার্জন ডাঃ সৌরভ লোধ, এনেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, স্ক্রাব নার্স স্মৃতি দাস, ও টি টেকনিশিয়ান মিঠুন মল্ল প্রমুখ। অস্ত্রোপচারের পর রোগী বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সুস্থ আছেন। উল্লেখ্য জেলা হাসপাতালেই আয়ুষ্মান ভারত স্কীমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে রোগীর পরিবার পরিজনরা খুশি এবং চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য গলব্লাডারে পাথরের অস্ত্রোপচার, এপেন্ডিকসের সার্জারি ও ব্রেসটে ক্যান্সার-টিউমার সহ বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা নিয়মিতভাবে করছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ভূ-পর্যবেক্ষণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'ইওএস-০৮' উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো আজ সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ছোট উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান "এসএসএলভি-ডি-৩"র মাধ্যমে ভূ-পর্যবেক্ষণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'ইওএস-০৮' উৎক্ষেপণ করল।

'ইওএস-০৮' মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হল, একটি মাইক্রো স্যাটেলাইট ডিজাইন করা ও এর মানোন্নয়ন করা, মাইক্রো স্যাটেলাইট বাস দিয়ে তৈরি পেলোড যন্ত্র তৈরি করা এবং ভবিষ্যতের অপারেশনাল স্যাটেলাইটগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

মাইক্রোস্যাট/আইএমএস-১ বাস'র মাধ্যমে নির্মিত, 'ইওএস-০৮' তিনটি পে-লোড বহন করেঃ- ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ইনফ্রারেড পেলোড (ইওআইআর), গ্লোবাল

নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম-রিফ্লেক্টোমেট্রি পেলোড (জিএনএসএস-আর) এবং এসআইসি ইউভি ডসিমিটার। ইওআইআর পেলোডটি স্যাটেলাইট-ভিত্তিক নজরদারি, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, আগুন শনাক্তকরণ, আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্যোগ পর্যবেক্ষণের মতো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দিন-রাত মিড-ওয়েভ আইআর (এমআইআর) এবং লং-ওয়েভ আইআর (এলডাব্লুআইআর) ব্যান্ডে ছবি তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

'জি.এন.এস.এস.-আর' পেলোড সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ু বিশ্লেষণ, মাটির আর্দতা মূল্যায়ন, হিমালয় অঞ্চলে ক্রায়োস্ফিয়ার অধ্যয়ন, বন্যা শনাক্তকরণ এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয় শনাক্তকরণের মতো প্রয়োগের জন্য জি.এন.এস.এস-আর.-ভিত্তিক রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এদিকে, এস.আই.সি.-ইউভি ডসিমিটার গগনযান মিশনে ক্রু মডিউলের ভিউপোর্টে ইউভি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করে এবং গামা বিকিরণের জন্য উচ্চ মাত্রার অ্যালার্ম সেন্সর হিসাবে কাজ করে। মহাকাশযান মিশনটিকে বিন্যাস করা হয়েছে এমনভাবে যা ৪৭৫ কিলোমিটার উচ্চতায় ৩৭.৪ ডিগ্রি প্রবণতা সহ একটি বৃত্তাকারভাবে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ (এলইও) কাজ করতে প্রস্তুত এবং এই মিশনের সময় এক বছর। স্যাটেলাইটটির ভর প্রায় ১৭৫.৫ কেজি এবং প্রায় ৪২০ ওয়াট শক্তি উৎপন্ন করে। এটি এসএসএলভি-ডি-৩ উৎক্ষেপণ যানের সঙ্গে যুক্ত।

ইওএস-০৮ স্যাটেলাইট মেইনফ্রেম সিস্টেমের অগ্রগতি প্রতিফলিত করেউ যেমন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাভিওনিক্স সিস্টেম যা যোগাযোগ, বেসব্যান্ড, স্টোরেজ এবং পজিশনিং (সিবিএসপি) প্যাকেজ নামে পরিচিত। এটি একটি একক, দক্ষ ইউনিটে একাধিক কাজকর্মকে একত্রিত করে। সিস্টেমটি বাণিজ্যিক অফ-দ্য-শেল্ফ (সিওটিএস) উপাদান এবং মূল্যায়ন বোর্ড ব্যবহার করে একটি শীতল অপ্রয়োজনীয় সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, যা ৪০০ গিগাবাইট পর্যন্ত ডেটা স্টোরেজকে সমর্থন করে। উপরন্তু, স্যাটেলাইটটিতে পিসিবি সহ একটি স্ট্রাকচারাল প্যানেল, একটি এমবেডেড ব্যাটারি, একটি মাইক্রো-ডিজিএ (ডুয়াল গিম্বল অ্যান্টেনা), এম-পিএএ (ফেজড অ্যারে অ্যান্টেনা) এবং একটি নমনীয় সৌর প্যানেল রয়েছে। এটি অনবোর্ড প্রযুক্তি সম্পাদনের জন্য মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।